﴿٢٤﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ

২৪। অল্ মুহ্ছনা- তু মিনান্ নিসা —য়ি ইল্লা-মা-মালাকাত্ আইমা-নুকুম্, কিতা-বাল্লা-হি 'আলাইকুম্,

(২৪) তোমাদের অধিকার ভুক্ত ছাড়া অন্য সকল সধবাও হারাম। এ ছাড়া অন্য সকল নারী বৈধ; এটা তোমাদের উপর

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ

অউহিল্লা লাকুম্ মা-অরা —য়া যা-লিকুম্ আন্ তাব্তাগূ বিআম্ওয়া-লিকুম্ মুহ্ছিনীনা গাইরা

আল্লাহর বিধান। এ ছাড়া অন্য সব মহিলা তোমাদের জন্য অবৈধ করা হয়েছে, তবে মোহরের মাধ্যমে, নিষ্পাপ থাকার

مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ

মূসা-ফিহীন্; ফামাস্তাম্তা'তুম্ বিহী মিন্হুন্না ফাআ-তূহুন্না উজূরাহুন্না ফারীদ্বোয়াহ্; অলা-জু্না-হা

জন্যে, অপকর্মের জন্য নয়; যাদেরকে বিয়ের মাধ্যমে উপভোগ করতে চাও নির্ধারিত মোহর তাদের দিয়ে দাও, আর তোমাদের

عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ★

'আলাইকুম্ ফীমা- তারা-দ্বোয়াইতুম্ বিহী মিম্ বা'দিল্ ফারীদ্বোয়াহ্; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলীমান্ হাকীম।

কোন গুনাহ হবে না যদি মোহর নির্ধারণের পর কোন ব্যাপারে পরস্পর সম্মত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

﴿٢٥﴾ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ

২৫। অমাল্লাম্ ইয়াস্তাত্বি' মিন্কুম্ ত্বোয়াওলান্ আঁই ইয়ান্কিহাল্ মুহ্ছনা-তিল্ মু''মিনা-তি ফামিম্

(২৫) মু'মিন স্বাধীন নারী বিয়ে করার সামর্থ যদি তোমাদের মধ্যে কারোর না থাকে, তবে

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ

মা-মালাকাত্ আইমা-নুকুম্ মিন্ ফাতাইয়া-তিকুমুল্ মু''মিনা-ত্; অল্লা-হু আ'লামু বিঈমা-নিকুম্;

সে তার অধিকারভুক্ত মু'মিন দাসী বিয়ে করবে; আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে অবহিত;

بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

বা'দ্বু কুম্ মিম্ বা'দ্বি ফান্কিহূ হুন্না বিইয্নি আহ্লিহিন্না অ আ-তূহুন্না উজূরা হুন্না

তোমরা একে অপরের সমান; অভিভাবকদের অনুমতি নিয়েই তাদের বিয়ে করবে এবং যথাযোগ্য মোহর প্রদান করবে;

بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ

বিল্মা'রূফি মুহ্ছনা-তিন্ গাইরা মুসা-ফিহা-তিওঁ অলা-মুত্তাখিযা-তি আখ্দা-নিন্ ফাইযা ~ উহ্ছিন্না

নিয়মানুযায়ী তারা হবে সচ্চরিত্রা অব্যভিচারিণী ও উপ-পতি অগ্রাহ্যকারীনি। অতঃপর যদি বিবাহিতা

টিকা ঃ (১) অর্থাৎ যে সকল সাধ্বী দাসী কারও অধিকারে থাকে তাদের পূর্ব বিবাহ বাদ হয়ে যায়। তাই তাকে বিবাহ করা যায়। শানেনুযূল ঃ আয়াত-২৪ঃ ১। তাওতাছ যুদ্ধে কাফেরদের স্ত্রী-মেয়েদের যখন মুসলমানদের নিকট হাযির করা হল, তখন মুসলমানরা তাদের সাথে মিলনের বৈধতার ব্যাপারে সন্দেহ করতে লাগল। সন্দেহের কারণ হল, যেহেতু তারা পর স্ত্রী এবং পতিবত্নি বা সধবা। উক্ত সন্দেহ অপনোদনের জন্য আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং পতিবত্নি উক্তরূপ যুদ্ধবন্দিদের সাথে মিলন করা বৈধ হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। ২. হযরত আবু মা'মর হাযরমী হতে বর্ণনা করেন, অনেকে মোহর নির্ধারণ করত বটে, কিন্তু পরে অভাব অনটনে পড়লে তা শোধ করার ক্ষমতা রাখত না। এ প্রেক্ষিতে অত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ؕ

ফাইন্ আতাইনা বিফা-হিশাতিন্ ফা'আলাইহিন্না নিছ্ফু মা-'আলাল্ মুহ্ছনা-তি মিনাল্ 'আযা-ব্;
হওয়ার পর তারা ব্যভিচার করে, তবে তারা স্বাধীন নারীর [১] অর্ধেক শাস্তি পাবে;

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ

যা-লিকা লিমান্ খাশিয়াল্ 'আনাতা মিন্কুম্; অ আন্ তাছ্বিরূ খাইরুল্লাকুম্ অল্লা-হু গাফূরুর্
৪ যারা ব্যভিচারকে ভয় করে এটা তাদের জন্য; তবে ধৈর্যধারণ করা তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ ক্ষমাশীল,

ع ৩ ১ رَّحِيْمٌ ﴿٢٦﴾ يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ

রুকু রাহীম। ২৬। ইয়ুরীদুল্লা-হু লিইয়ুবাইয়্যিনা লাকুম্ অইয়াহ্দিয়াকুম্ সুনানাল্লাযীনা মিন্ ক্বাব্লিকুম্ অইয়াতূবা
দয়ালু। (২৬) আর আল্লাহ চান তোমাদের নিকট সবকিছু বিস্তারিত বর্ণনা করতে তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি বুঝিয়ে

عَلَيْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٧﴾ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۫ وَ

'আলাইকুম্; অল্লা-হু 'আলীমুন্ হাকীম্। ২৭। অল্লা-হু ইয়ুরীদু আইঁ ইয়াতূবা 'আলাইকুম্' অ
দিতে এবং ক্ষমা করতে; আল্লাহ মহাজ্ঞানী,প্রজ্ঞাময়। (২৭) আর আল্লাহ তো ক্ষমা করতে চান, কিন্তু

يُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ﴿٢٨﴾ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ

ইয়ুরীদুল্লাযীনা ইয়াত্তাবি'উনাশ্ শাহাওয়া-তি আন্ তামীলূ মাইলান্ 'আজীমা-। ২৮। ইয়ুরীদুল্লা-হু আইঁ
যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসারী তারা চায় তোমাদেরকে গুরুতর বিপদগামী করতে। (২৮) আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা

يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿٢٩﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا

ইয়ুখাফ্ফিফা 'আন্কুম্ অখুলিক্বাল্ ইন্সা-নু দ্বোয়া'ঈফা-। ২৯। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা-তা'কুলূ ~
করতে চান, মানুষ সৃষ্টিগত ভাবেই দুর্বল। (২৯) হে ঈমানদাররা! তোমরা একে অন্যের সম্পদ

اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۫

আম্ওয়া-লাকুম্ বাইনাকুম্ বিল্বা-ত্বিলি ইল্লা ~ আন্ তাকূনা তিজ্বা-রাতান্ আন্ তারা-দ্বিম্ মিন্কুম্
অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না; তবে পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসা করা বৈধ; আর তোমরা একে অন্যকে

وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٣٠﴾ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ

অলা-তাক্ব্তুলূ ~ আন্ফুসাকুম্; ইন্নাল্লা-হা কা-না বিকুম্ রাহীমা-। ৩০। অমাইঁ ইয়াফ্'আল্ যা-লিকা
হত্যা করো না; [২] নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু। (৩০) আর যে ব্যক্তি সীমালংঘন ও জুলুম করে এটা

(১) এখানে 'মুহ্ছানাত' শব্দটি কয়েকবার ব্যবহার করা হয়েছে। যার দু'টি অর্থ দেখা যায়। ক) বিবাহিত স্ত্রীলোক যারা স্বামীর হেফাজতে আছে। খ) বংশীয় মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা, যারা পারিবারিক ও বংশীয় হেফাজতে আছে, ২৪ নং আয়াতে অবিবাহিত বংশীয় রমণীদের বুঝান হয়েছে। (২) এটা পৃথক বাক্য হলে অর্থ দাঁড়াবে- তোমরা পরস্পরকে হত্যা করো না অথবা আত্মহত্যা করো না। আর যদি পেছনের আয়াতের অংশ হয়, তবে অর্থ হবে একজন আর একজনের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা নিজেকে হত্যা করার পর্যায়।

عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ۭوَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣١﴾ اِنْ

উদ্ওয়া-নাওঁ অজুল্মান্ ফাসাওফা নুছ্লীহি না-রা-; অকা-না যা-লিকা 'আলাল্লা-হি ইয়াসীরা-। ৩১। ইন্

করবে, শীঘ্রই আমি তাকে আগুনে জ্বালাব, আর এটা আল্লাহর পক্ষে বড়ই সহজ। (৩১) গুরুতর

تَجْتَنِبُوْا كَبٰۗىِٕرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ

তাজ্ তানিবূ কাবা—য়িরা মা- তুন্হাওনা 'আন্হু নুকাফ্ফির্ 'আন্কুম্ সাইয়্যিয়া-তিকুম্ অ নুদ্খিল্কুম্

নিষিদ্ধ কর্ম হতে বিরত থাকলে লঘুতর পাপগুলো আমি মোচন করে দেব; আর সম্মানিত

مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ﴿٣٢﴾ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۭ لِلرِّجَالِ

মুদ্খালান্ কারীমা-। ৩২। অলা-তাতামান্নাও মা-ফাদ্দ্বোয়ালাল্লা-হু বিহী বা'দ্বোয়াকুম্ 'আলা-বা'দ্ব; লির্রিজা-লি

স্থানে দাখিল করব। (৩২) আর এমন কিছু আশা করোনা যা দিয়ে আল্লাহ কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন কারও উপর, পুরুষদের

نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ۭ وَلِلنِّسَاۗءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۭ وَسْـَٔـلُوا اللّٰهَ مِنْ

নাছীবুম্ মিম্মাক্ তাসাবূ; অলিন্নিসা—য়ি নাছীবুম্ মিম্মাক্ তাসাব্না; অস্আলুল্লা-হা মিন্

জন্য ঐ অংশ যা তাদের উপার্জন, আর নারীদের জন্যও ঐ অংশ যা তাদের উপার্জন। আল্লাহর কাছে করুণা

فَضْلِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٣٣﴾ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ

ফাদ্বলিহ্; ইন্নাল্লা-হা কা-না বিকুল্লি শাইয়িন 'আলীমা-। ৩৩। অলিকুল্লিন্ জ্বা'আল্না- মাওয়া-লিয়া মিম্মা-তারাকাল্

চাও; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞানী। (৩৩) আর প্রত্যেকের জন্য আমি মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত

الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۭ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۭ

ওয়া-লিদা-নি অল্আক্ব্ রাবূন; অল্লাযীনা 'আক্বাদাত্ আইমা-নুকুম্ ফাআ-তূ হুম্ নাছীবাহুম্;

সম্পত্তির হকদার নিযুক্ত করেছি; অঙ্গীকারকৃতদের প্রাপ্য অংশ তাদের দিয়ে দাও,

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿٣٤﴾ اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَي النِّسَاۗءِ بِمَا فَضَّلَ ৫ ع ৮ ২ রুকু

ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ শাহীদা-। ৩৪। আর্রিজ্বা-লু ক্বাও ওয়ামূনা 'আলান্নিসা — য়ি বিমা-ফাদ্দ্বোয়ালাল্

নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সাক্ষী আছেন। (৩৪) আর পুরুষরা নারীদের কর্তা, কেননা, আল্লাহ একজনকে

اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰي بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۭ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ

লা-হু বাদ্বোয়াহুম্ 'আলা- বা'দ্বিওঁ অবিমা ~ আন্ফাক্বূ মিন্ আমওয়ালিহিম্ ফাছ্ছোয়া-লিহা-তু ক্বা-নিতা-তুন্

অন্যজনের উপর মর্যাদা দিয়েছেন; আর তারাই তো ব্যয় করে সম্পদ; সুতরাং সতী নারী অনুগত, আল্লাহর হিফাজতে

আয়াত-৩২ঃ একদা হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর খেদমতে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নারী-পুরুষদের মধ্যে মীরাছী সম্পদ বণ্টনে এবং আরও অন্যান্য বিষয়ে যে বৈষম্য রয়েছে তা রহিত করে সমতার বিধান করা হলে ভাল হত। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। অন্য রিওয়াতে আছে যে, একদা এক নারী হুযুর (ছঃ)-এর নিকট বললেন, নারীরা মীরাছী সম্পদে যেমন অর্ধেক সম্পদের মালিক হয় আমলের ক্ষেত্রেও কি তারা অর্ধেক ছওয়াবের অধিকারী হবে? তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। উভয় শানেনুযূলের সমন্বয় হল- "আর তোমরা এমন কোন বিষয় কামনা করও না" বলে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)-এর প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। অর্থাৎ ঐসব কিছু আল্লাহর ইচ্ছাধীন, সেখানে অন্য কারও কোন ক্ষমতা চলবে না।

حَفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۭ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ

হা-ফিজোয়া-তুল্ লিল্গাইবি বিমা- হাফিজোয়াল্লা-হ্ ; অল্লা-তী তাখা-ফূনা নুশূযাহুন্না ফা'ইজ্‌হুন্না

তারা (স্বামীর) অবর্তমানে (সংসার) রক্ষা করে; যখন তাদের অবাধ্যতার ভয় কর, তখন তাদের উপদেশ দাও, তারপর

وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا

অহ্জু্রূহুন্না ফিল্ মাদ্বোয়া-জ্বি'ই অদ্বরিবূ হুন্না, ফাইন্ আত্বোয়া'নাকুম্ ফালা-তাব্গূ

তাদের শয্যাবস্থান বর্জন কর, শেষে তাদের প্রহার কর; যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে তাদের

عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ۝٣٤ وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا

'আলাইহিন্না সাবীলা-; ইন্নাল্লা- হা কা-না 'আ-লিয়্যান্ কাবীরা- । ৩৫ । অইন্ খিফ্তুম্ শিক্বা-ক্বা বাইনিহিমা-ফাব্'আছূ

ব্যাপারে আর বাহানা খোঁজ করো না; আল্লাহ মহামর্যাদাবান। (৩৫) উভয়ের মধ্যে বিরোধের আশংকা করলে পুরুষ

حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۭ

হাকামাম্ মিন্ আহ্লিহী অহাকামাম্ মিন্ আহ্লিহা-, ইঁইয়ুরীদা ~ ইছ্লাহাইঁ ইয়ুওয়াফ্ফিক্বিল্লা-হু বাইনাহুমা-;

ও মহিলার বংশ হতে একজন করে সালিস নিযুক্ত করবে; উভয়ে মীমাংসা চাইলে আল্লাহ সম্প্রীতি সৃষ্টি করে

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ۝٣٥ وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ

ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলীমান খাবীরা- । ৩৬ । অ'বুদুল্লা-হা অলা- তুশ্‌রিকূ বিহী শাইয়াওঁ অ

দেবেন; আল্লাহ জ্ঞানী, অবহিত। (৩৬) তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, কোন কিছু তাঁর সাথে শরীক করো না; আর

بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي

বিল ওয়া-লিদাইনি ইহ্সা-নাওঁ অবিযিল্ ক্বুর্বা- অল্ ইয়াতা-মা-অল্ মাসা-কীনি অল্ জ্বা-রি যিল্

সদ্ব্যবহার কর তোমাদের মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম, গরীব, নিকটবর্তী প্রতিবেশী,

الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا

ক্বুর্বা-অলজ্বা-রিল জ্বুনুবি অছ্ছোয়া-হিবি বিল্ জ্বাম্বি অব্নিস্ সাবীলি অমা-

দূরবর্তী প্রতিবেশীর সাথে, নিকট সঙ্গী, পথিক এবং তোমাদের অধিকারভুক্তদের (দাস দাসীর) সাথে;

مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ۙ

মালাকাত্ আইমা-নুকুম্; ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়ুহিব্ব্ মান্ কা-না মুখ্তা-লান্ ফাখূরা-

নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালবাসেন না অহংকারী ও দাম্ভিকদের।

আয়াত-৩৬ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সকল আদম সন্তানকে এটাই বলে দিয়েছেন যে, তোমাদের এ শ্রেষ্ঠত্ব কেবমলমাত্র পার্থিব। পারলৌকিক শ্রেষ্ঠত্ব যখন মূল বিষয় তখন এতে ভিন্ন রূপও ধারণ করার সম্ভাবনা আছে, যাতে মুনিব থেকে চাকর, স্বামী থেকে স্ত্রী, আমীর থেকে গরীব আপন আপন কর্মফলের ভিত্তিতে অগ্রগামী হয়ে যাবে। তাই এখানে পারলৌকিক ফায়দার কথা বর্ণনা করেছেন, যা মুখ্য উদ্দেশ্য ও আসল শ্রেষ্ঠত্ব। এ প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা দুটি শক্তির সংশোধনের উপর নির্ভর করে– প্রথমটি হল দৃঢ় বিশ্বাস ভিত্তিক আর দ্বিতীয়টি হল আমলী বা কর্ম ভিত্তিক। প্রথমটির সংশোধনের জন্য বলা হয়েছে– আল্লাহর একক সত্তায় বিশ্বাস স্থাপন করে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই ইবাদতে রত থাকার কথা। আর দ্বিতীয়টির সংশোধনের নিমিত্ত নয়টি আদেশ দেয়া হয়েছে। প্রথম– মা-বাবার প্রতি অনুগ্রহশীল হওয়া এবং তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।

﴿٣٧﴾ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ

৩৭। নিল্লাযীনা ইয়াব্খালূনা অইয়া"মুরূনান্ না-সা বিল্বুখ্লি অইয়াক্তুমূনা মা ~ আ-তা-হুমুল্লা-হু

(৩৭) যারা নিজেরা কৃপণ এবং অন্য মানুষকেও কৃপণতার নির্দেশ দেয়, আর আল্লাহর করুণার দানকে গোপন

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ

মিন্ ফাদ্বলিহ্ অআ'তাদ্না-লিল্কা-ফিরীনা 'আযা-বাম্ মুহীনা-। ৩৮। অল্লাযীনা ইয়ুন্ফিকূনা আম্ওয়া-লাহুম্

করে; আমি প্রস্তুত করে রেখেছি কাফেরদের জন্য অপমাননাকর শাস্তি। (৩৮) যারা স্বীয় ধন-সম্পদ লোক দেখানোর

رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ

রিয়া — য়ান্না-সি অলা-ইয়ু"মিনূনা বিল্লা-হি অলা-বিল্ইয়াওমিল্ আ-খির্; অমাইঁ ইয়াকুনিশ্ শাইত্বোয়ানু

জন্য ব্যয় করে এবং যারা ঈমান আনে না আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি; আর শয়তান যার সঙ্গী

لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٩﴾ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ

লাহূ ক্বারীনান্ ফাসা — য়া ক্বারীনা-। ৩৯। অমা-যা-'আলাইহিম্ লাও আ-মানূ বিল্লা-হি অল্ইয়াওমিল্ আ-খিরি অ

সে সাথী কতই না জঘন্য। (৩৯) আর কিইবা ক্ষতি হত তাদের যদি তারা ঈমান আনত আল্লাহ ও পরকালের প্রতি

أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ

আন্ফাকূ মিম্মা-রাযাক্বা হুমুল্লা-হ্; অকা-নাল্লা-হু বিহিম্ 'আলীমা-। ৪০। ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াজ্লিমু মিছ্ক্বা-লা

এবং আল্লাহর দেয়া বস্তু ব্যয় করত; আল্লাহ্ এদেরকে ভালভাবে জানেন। (৪০) আল্লাহ বিন্দু পরিমাণও জুলুম

ذَرَّةٍ ۖ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤١﴾ فَكَيْفَ

যার্রাতিন্ অইন্ তাকু হাসানাতাইঁ ইয়ুদ্বোয়া-'ইফ্হা অইয়ু"তি মিল্লাদুন্হূ আজ্‌রান্ 'আজীমা-। ৪১। ফাকাইফা

করেন না; আর একটি নেক হলে দ্বিগুণ করে দেন; নিজ তরফ হতে মহা বিনিময় দেবেন। (৪১) আর তখন কিরূপ

إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤٢﴾ يَوْمَئِذٍ

ইযা-জ্বি'না-মিন্ কুল্লি উম্মাতিম্ বিশাহীদিওঁ অজ্বি'না বিকা'আলা- হা ~ উলা — য়ি শাহীদা-।৪২। ইয়াওমায়িযিইঁ

হবে? যখন প্রত্যেক উম্মত হতে এক একজন সাক্ষী আনব এবং আপনাকেও তাদের ওপর সাক্ষী হিসেবে আনব। (৪২) যারা

يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ

ইয়াওদ্দুল্লাযীনা কাফারূ অআছোয়াউর্ রাসূলা লাও তুসাও ওয়া বিহিমুল্ আর্দ্বু; অলা-ইয়াক্তুমূনাল্

কাফের ও রাসূলের অবাধ্য, তারা সেদিন কামনা করবে যে, যদি তারা মাটিতে মিশে যেত; আর তারা আল্লাহর নিকট কোন

ওয়াক্‌ফুন্নবী (ছাঃ)

দ্বিতীয় সকল আত্মীয়-স্বজনের সাথে মর্যাদানুসারে বৈষম্যহীন আচরণ করা। তৃতীয়– অনাথ ও এতীমদের স্বার্থে কাজ করা। চতুর্থ– দরিদ্র ও দুঃস্থ মানবের কল্যাণ করা। পঞ্চম– নিকটতম প্রতিবেশীদের সাথে সদাচরণ করা। ষষ্ঠ– দূরের প্রতিবেশীদের সাথে অমায়িক ব্যবহার করা। সপ্তম–সঙ্গী সাথীদের সাথে সদ্ব্যবহার করা। অষ্টম– পথিক ও মুসাফিরদেরকে সঙ্গত ও রুচি সম্মত আপ্যায়ণ করা। নবম– নিজের দাস -দাসীদের সাথে কল্যাণজনক আচরণ করা। শানেনুযূলঃ আয়াত-৩৭ঃ হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে যাইদ, হাই ইবনে আখতাব, রেফা'আ ইবনে যাইদ, ইবনে তাবুত, উছামা ইবনে হাবীব, নাফে এবং বাহার ইবনে আমর ইত্যাদি কতিপয় ইহুদী সম্বন্ধে এ আয়াতটি নাযিল হয়। তারা জনৈক আনসারীর নিকট আসা যাওয়া করত এবং বলত–"এভাবে তোমার ধন-সম্পদ ব্যয় করে ফেলও না, পাছে তুমি দরিদ্র হয়ে যাও, এ আশঙ্কা হয়। তখন যে অবস্থার

ع ٦ ٥ ٦ রুকু

اللّٰهَ حَدِيثًا ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَقۡرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنۡتُمۡ سُكٰرٰى حَتّٰى

লা-হা হাদীছা। ৪৩। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তাক্ব্‌রাবুছ্ ছলা-তা অআন্‌তুম্ সুকা-রা-হাত্তা-

কথাই গোপন করতে পারবে না। (৪৩) হে মু'মিনরা! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের কাছেও যেয়ো না,

تَعۡلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتّٰى تَغۡتَسِلُوا ؕ وَاِنۡ كُنۡتُمۡ

তা'লামূ মা -তাকূ্‌লূনা অলা-জু্‌নুবান্ ইল্লা-'আ-বিরী সাবীলিন্ হাত্তা- তাগ্‌তাসিলূ; অইন্ কুন্‌তুম্

যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার,আর নাপাক অবস্থায়, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর, তবে মুসাফির হলে অন্য কথা;

مَرۡضٰۤى اَوۡ عَلٰى سَفَرٍ اَوۡ جَآءَ اَحَدٌ مِّنۡكُمۡ مِّنَ الۡغَآئِطِ اَوۡ لٰمَسۡتُمُ النِّسَآءَ فَلَمۡ

মারদ্বোয়া ~ আও 'আলা-সাফারিন্ আও জ্বা — য়া আহাদুম্ মিন্‌কুম্ মিনাল্ গা — য়িত্বি আও লা-মাস্‌তুমুন্ নিসা —য়া ফালাম্

আর যদি তোমরা রুগী হও সফরে থাক বা কেউ শৌচাগার হতে আস বা স্ত্রী সহবাস কর, আর পানি না পাও,

تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامۡسَحُوا بِوُجُوهِكُمۡ وَاَيۡدِيكُمۡ ؕ اِنَّ

তাজ্বিদূ মা — য়ান্ ফাতাইয়াম্মামূ ছোয়া'ঈদান্ ত্বোয়াইয়্যিবান্ ফাম্‌সাহূ বিউজূ্‌হিকুম্ অআইদীকুম্; ইন্নাল্

তবে তোমরা পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর; আর মাসেহ কর চেহারা ও হাত; নিশ্চয়ই

اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۝ اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الۡكِتٰبِ

লা-হা কা-না 'আফুওওয়ান্ গাফূরা-। ৪৪। আলাম্ তারা ইলাল্লাযীনা উতূ নাছীবাম্ মিনাল্ কিতা-বি

আল্লাহ ক্ষমাশীল, গুনাহ্ মার্জনাকারী। (৪৪) কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্তদের প্রতি কি আপনি তাকাননি? অথচ তারা

يَشۡتَرُونَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيدُونَ اَنۡ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ۝ وَاللّٰهُ اَعۡلَمُ بِاَعۡدَآئِكُمۡ ؕ

ইয়াশ্‌তারূনাদ্ব্ দ্বোয়ালা-লাতা অইয়ুরীদূনা আন্ তাদ্বিল্লুস্ সাবীল্। ৪৫। অল্লা-হু আ'লামু বিআ'দা — য়িকুম্;

ক্রয় করে গোমরাহী; তারা চায় যে, তোমরাও যেন পথ-ভ্রষ্ট হও। (৪৫) আল্লাহ তোমাদের শত্রুদেরকে ভালভাবেই চিনেন;

وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۟ وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيرًا ۝ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ

অকাফা- বিল্লা-হি অলিয়্যাওঁ অকাফা- বিল্লা-হি নাছীরা-। ৪৬। মিনাল্লাযীনা হা-দূ ইয়ুহার্‌রিফূনাল্

আল্লাহ উপযুক্ত বন্ধু; আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট সাহায্যকারী। (৪৬) ইহুদীদের একটি অংশ হের-ফের করে

الۡكَلِمَ عَنۡ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُولُونَ سَمِعۡنَا وَعَصَيۡنَا وَاسۡمَعۡ غَيۡرَ مُسۡمَعٍ وَّرَاعِنَا

কালিমা 'আম্ মাওয়া-দ্বি'ইহী অইয়াকূ্‌লূনা সামি'না– ওয়া'আছোয়াইনা– অস্‌মা' গাইরা মুস্‌মা'ইওঁ অরা-'ইনা-

কথা নিয়ে, আর বলে, আমরা শুনলাম, অমান্য করলাম, তাদের শুনা না শুনার মত; তারা জিহ্বা

সম্মুখীন হবে তা তুমি খণ্ডাতে পারবে না। আর কারও মতে আয়াতটি সেসব ইহুদী সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়, যারা রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর গুণাবলী ও পরিচয় বর্ণনায় বখিল অর্থাৎ তা গোপন করার চেষ্টা করত। আর হযরত সায়ীদ ইবনে যাইদ (রাঃ) বললেন, আলোচ্য আয়াতটি আল্লাহর হুকুম গোপন করার উপর ভর্ৎসনার্থে নাযিল হয়। শানেনুযূল ঃ আয়াত-৪৩ঃ একদা হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) তার গৃহে হযরত আলী (রাঃ)-সহ কয়েকজন সাহাবীকে দাওয়াত করেন। খাওয়ার পর মদ পান শুরু করল, কেননা, তখনও শরাব পান হারাম ছিল না। তাঁরা নেশায় থাকা অবস্থায় মাগরিবের আযান হল এবং হযরত আলী (রাঃ) কে ইমাম দাঁড় করালেন। তিনি নেশার মধ্যে সূরাটি পাঠ করতে তথাকার কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়েই শেষ পর্যন্ত পাঠ করার ফলে তৌহীদের বিপরীত অর্থই হয়ে যায়। এ ব্যাপারেই উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ

লাইয়্যাম্ বিআল্সিনাতিহিম্ অত্বোয়া'নান্ ফিদ্দীন্; অলাও আন্নাহুম্ ক্বা-লূ সামি'না- অআত্বোয়া'না অস্মা'
ঘুরিয়ে এবং দ্বীনকে বিদ্রূপ করে বলে'রা-ইনা"; যদি তারা বলত, আমরা শুনলাম, মান্য করলাম, শুনুন

وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا

ওয়ান্জুর্না- লাকা-না খাইরাল্লাহুম্ অআক্ব্ওয়ামা অলা-কিল্ লা'আনাহুমুল্লা-হু বিকুফ্রিহিম্ ফালা-
আর আমাদেরকে দেখুন, তবে তাদেরই কল্যাণ হত; কিন্তু আল্লাহ তাদের অভিশপ্ত করেছেন, তাদের কুফরীর কারণে,

يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿৪৭﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا

ইয়ু"মিনূনা ইল্লা-ক্বালীলা- ।৪৭। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা উতুল্ কিতা-বা আ-মিনূ বিমা- নায্যাল্না-মুছোয়াদ্দিক্বাল্
অল্পসংখ্যকই ঈমান আনবে। (৪৭) হে কিতাবীরা! তোমরা ঈমান আন তাতে যা নাযিল করেছি আর যা আছে তার সমর্থকরূপে।

لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا

লিমা-মা'আকুম্ মিন্ ক্বাব্লি আন্ নাত্ব্মিসা উজূহান্ ফানারুদ্দাহা-'আলা ~ আদ্বা-রিহা ~ আও নাল্আ'নাহুম্ কামা-
এরপূর্বে যে, আমি তোমাদের মুখ বিকৃত করে দেব, তারপর সেগুলোকে পেছনের দিকে ফিরিয়ে দেব বা শনিবার

لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿৪৮﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ

লা'আন্না~ আছ্হা-বাস্ সাব্ত্; অকা-না আম্রুল্লা-হি মাফ্'উলা-৪৮। ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াগ্ফিরু আঁই ইয়ুশ্রাকা
ওয়ালাদের লা'নতের মত লা'নত করব। আল্লাহর আদেশই কার্যকরী হয়ে থাকে। (৪৮) আল্লাহর সাথে শরীক করলে

بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا

বিহী অইয়াগ্ফিরু মা- দূনা যা-লিকা লিমাঁই ইয়াশা — উ অমাঁই ইয়ুশ্রিক্ বিল্লা- হি ফাক্বাদিফ্ তারা ~ ইছ্মান্
আল্লাহ ক্ষমা করেন না, আর অন্য সব অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন; আর যে, আল্লাহর সাথে শরীক করে সে মহা

عَظِيمًا ﴿৪৯﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ

'আজীমা- ।৪৯। আলাম্ তারা ইলাল্লাযীনা ইয়ুযাক্কূনা আন্ফুসাহুম্ ; বালিল্লা-হু ইয়ুযাক্কী মাঁই ইয়াশা —উ
পাপ করে। (৪৯) আপনি কি তাদের দেখেন নি যারা পবিত্র মনে করে নিজেদের ? বরং আল্লাহ তাঁর ইচ্ছামত পবিত্র করেন;

وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿৫০﴾ انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَكَفَىٰ

অলা-ইয়ুজ্লামূনা ফাতীলা-।৫০। উন্জুর্ কাইফা ইয়াফ্তারূনা 'আলাল্লা-হিল্ কাযিব্ ; অকাফা-
বিন্দু পরিমাণ অবিচারও হবে না। (৫০) দেখুন, তারা আল্লাহর প্রতি কিরূপ অপবাদ দিচ্ছে? সুস্পষ্ট অপরাধী

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৪৮ঃ যখন রাসূলুল্লাহ (ছঃ) ইহুদী আলেম সম্প্রদায়কে আহ্বান করে বলেন, হে ইহুদী সম্প্রদায়! আল্লাহকে ভয় কর এবং ইসলাম কবূল কর। কেননা, তোমরা সম্যক অবগত আছ যে, পবিত্র-এ কোরআন ও বিধানাবলী মহান প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তোমাদের হেদায়েতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব তাওরাতেও আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। ইহুদীরা হিংসার বশবর্তী হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর গুণাবলী ও পবিত্র কোরআন সম্পর্কে অবহিত নয় বলে জানিয়ে দেয়। তখন অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়। সময় থাকতে আত্মরক্ষার সুযোগ গ্রহণ কর, পবিত্র কোরআনের প্রতি ঈমান আন এবং তাওরাতে বর্ণিত নির্দেশাদির সত্যতা ঘোষণা কর। -(ইযাহুল কোরআন)।

৭ ع ৮ 4 রুকু

بِهٖۤ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥١﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ

বিহী ~ ইছ্মাম্ মুবীনা-। ৫১। আলাম্ তারা ইলাল্লাযীনা উতূ নাছীবাম্ মিনাল্ কিতা-বি ইয়ু'মিনূনা

হিসেবে এটাই যথেষ্ট। (৫১) তুমি কি তাদেরকে দেখনি? যারা কিতাবের কিছু অংশ পেয়েছে? তারা প্রতিমা

بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰٓؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ

বিল্ জ্বিব্তি অত্বোয়া-গূতি অইয়াকূ্লূনা লিল্লাযীনা কাফারূ হা ~ উলা — য়ি আহ্দা-মিনাল্লাযীনা

ও তাগুতে শয়তানের পথে বিশ্বাসী; আর তারা কাফেরদের বলে, এরা মু'মিনদের চেয়ে অধিকতর

اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ﴿٥٢﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ

আ-মানূ সাবীলা-। ৫২। উলা — য়িকাল্লাযীনা লা'আনাহুমুল্লা-হ্ ; অমাই ইয়াল্'আনিল্লা-হু ফালান্ তাজ্বিদা লাহূ

সুপথগামী। (৫২) তাদের প্রতি এ জন্যই আল্লাহর লা'নত, যারা আল্লাহর অভিশপ্ত, তাদের সাহায্যকারী পাবেন

نَصِيْرًا ﴿٥٣﴾ اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا ﴿٥٤﴾ اَمْ

নাছীরা-। ৫৩। আম্ লাহুম্ নাছীবুম্ মিনাল্ মুল্কি ফাইযাল্ লা-ইয়ু'তূনান্না-সা নাক্বীরা-। ৫৪। আম্

না। (৫৩) তবে কি তাদের রাজত্বে অংশ আছে? এক্ষেত্রে তারা কাকেও তিল পরিমাণ কিছু দেবে না। (৫৪) তারা কি

يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ

ইয়াহ্সুদূনান্ না-সা 'আলা-মা ~ আ-তা-হুমুল্লা-হু মিন্ ফাদ্বলিহী ফাক্বাদ্ আ-তাইনা ~ আ-লা ইব্রা-হীমাল্

মানুষকে হিংসা করে আল্লাহ স্বীয় করুণায় লোকদের যা দিয়েছেন তার প্রতি? আমি তো ইব্রাহীমের

الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ﴿٥٥﴾ فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ

কিতা-বা অল্ হিক্মাতা অআ-তাইনা-হুম্ মুল্কান্ আজীমা-। ৫৫। ফামিন্হুম্ মান্ আ-মানা বিহী অমিন্হুম্ মান্

বংশকে কিতাব ও হিকমত দিয়েছি, আর দিয়েছি বিশাল সাম্রাজ্য। (৫৫) তারপর তাদের কেউ বিশ্বাস করেছে

صَدَّ عَنْهُ ؕ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ﴿٥٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ

ছোয়াদ্দা 'আন্হু; অকাফা-বিজ্বাহান্নামা সা'ঈরা-। ৫৬। ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ বিআ-ইয়া-তিনা- সাওফা

আর কেউ রয়েছে বিরত। তাদের জ্বালানোর জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। (৫৬) নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতের অস্বীকারকারী

نُصْلِيْهِمْ نَارًا ؕ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا

নুছ্লীহিম্ না-রা-; কুল্লামা- নাদ্বিজ্বাত্ জু্লূদুহুম্ বাদ্দাল্না-হুম্ জু্লূদান্ গাইরাহা- লিইয়াযূক্বুল্

তাদেরকে শীঘ্রই আগুনে প্রবেশ করাব যখনই তাদের চামড়া জ্বলবে, তখনই অন্য চামড়া দিয়ে দেব; যেন

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৫১ ঃ ওহুদ যুদ্ধের পর ইহুদী নেতা কা'আব ইবনে আশরাফ ৭০ জন সঙ্গীসহ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোরাইশদেরকে যুদ্ধের জন্য খেপিয়ে তোলার মানসে মক্কাভিমুখে যাত্রা করল। কা'আব আবুসুফিয়ানের গৃহে আর অন্যান্য ইহুদীরা অন্যান্য কোরাইশদের গৃহে অবস্থান নিল। কোরাইশরা ইহুদীদের বলল, তোমারাও কিতাবী এবং মুহাম্মদও কিতাবী। অতএব, বিচিত্র নয় যে, তোমরা উভয়ে মিলে একটি ছল-চাতুরী করছ। সুতরাং তোমরা যদি চাও যে, আমরাও তোমাদের সাথে একত্রিত হয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হই। তবে তোমরা প্রথমে আমাদের প্রতিমাকে সেজদা কর। কা'আব বলল, তোমরা তো

এক চতুর্থাংশ •

الْعَذَابَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

'আযা-ব্; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আযীযান্ হাকীমা-। ৫৭। অল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্

আযাব ভুগতে পারে; নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (৫৭) আর যারা মু'মিন ও সৎকর্মশীল, অবশ্যই আমি

الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ

ছোয়া- লিহা-তি সানুদ্খিলুহুম্ জান্না-তিন্ তাজ্ রী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু খা -লিদীনা ফীহা ~

তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত; তথায় তারা চিরদিন থাকবে,

اَبَدًا ۭ لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۡ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ۝ اِنَّ اللّٰهَ

আবাদা-; লাহুম্ ফীহা ~ আয্ওয়া-জুম্ মুত্বোয়াহ্ হারাতুওঁ অনুদ্খিলুহুম্ জিল্লান্ জোয়ালীলা-। ৫৮। ইন্নাল্লা-হা

তাদের জন্য সেখানে রয়েছে পবিত্র স্ত্রী, আর ঘন ছায়াতলে তাদেরকে আশ্রয় দেব। (৫৮) আল্লাহ্ই

يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ

ইয়া''মুরুকুম্ আন্ তুওয়াদ্দুল্ আমা-না-তি ইলা ~ আহ্লিহা-অইযা-হাকাম্তুম্ বাইনান্না-সি আন্

তোমাদেরকে আমানত ফেরত দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন প্রাপকের কাছে। মানুষের মাঝে যখন মীমাংসা কর তখন

تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا *

তাহ্কুমূ বিল্আদ্ল্; ইন্না ল্লা-হা নি'ইম্মা-ইয়া'ইজুকুম্ বিহ্'; ইন্নাল্লা-হা কা-না সামী'আম্ বাছীরা-।

ইনছাফ ভিত্তিক মিমাংসা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ উত্তম উপদেশ দিচ্ছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ

৫৯। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ ~ আত্বী'উ ল্লা-হা অআত্বী'উর্ রাসূলা অউলিল্ আম্রি মিন্কুম্

(৫৯) হে মু'মিনরা! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তোমাদের মাঝে যে মীমাংসাকারী তার,

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ

ফাইন্ তানা-যা'তুম্ ফী শাইয়িন্ ফারুদ্দূহু ইলাল্লা-হি অর্রা-সূলি ইন্ কুন্তুম্ তু''মিনূনা

তারা কোন বিষয়ে মতভেদ করলে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে তা সোপর্দ কর, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও ৮

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ ع ৯ ৫

বিল্লা-হি অল্ ইয়াওমিল্ আ-খির; যা-লিকা খাইরুওঁ অ'আহ্সানু তা''ওয়ীলা-। ৬০। আলাম্ তারা ইলাল্লাযীনা রুকু

পরকালের প্রতি ঈমান এনে থাক ; এটাই উত্তম এবং পরিণামে চমৎকার । (৬০) আপনি কি তাদেরকে

নিজেদের আত্ম-সান্ত্বনা দিলে, আমরাও তোমাদের প্রতি তখনই পরিতুষ্ট হব যখন আমাদের ৩০ জন এবং তোমাদের ৩০ জন সম্মিলিতভাবে এ কা'বা গৃহের প্রাচীর ধরে তার মালিকের নামে শপথ করবে যে, আমরা সকলে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকব। কোরাইশরা কা'আবের এ প্রস্তাব গ্রহণ করল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে কোরাইশ কাফেররা ইহুদীদের জিজ্ঞেস্ করল যে, কারাই বা হিদায়েতের উপর আছে? কা'আব বলল, তোমাদের ধর্মের পরিচয় দাও। আবু সুফিয়ান নিজেদের ধর্মের কিছু ব্যাখ্যা দান করে বলল, মুহাম্মদ স্বীয় পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করে কা'বা হতে পৃথক হয়ে গিয়েছে। তখন কা'আব বলল, তোমরাই উত্তম। এ প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ

ইয়ায্'উমূনা আন্নাহুম্ আ-মানূ বিমা ~ উন্যিলা ইলাইকা অমা ~ উন্যিলা মিন্ ক্বাব্লিকা ইয়ুরীদূনা

দেখেন নি? যারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি এবং পূর্ববর্তীদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তারা তা বিশ্বাস করে,

أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۖ وَيُرِيدُ

আইঁ ইয়াতাহা-কামূ ~ ইলাত্ব্ ত্বোয়া-গূতি অক্বাদ্ উমিরূ ~ আইঁ ইয়াক্ফুরূ বিহ্; অইয়ুরীদুশ্

অথচ তারা বিচার চায় তাগুতের নিকট যদিও তা অমান্য করার জন্য তারা আদেশপ্রাপ্ত, আর শয়তান

الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦١﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ

শাইত্বোয়া-নু আইঁ ইয়ুদ্বিল্লাহুম্ দ্বোয়ালা-লাম্ বা'ঈদা-।৬১। অইযা-ক্বীলা লাহুম্ তা'আ-লাও ইলা-মা ~ আন্যালাল্

তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে বহুদূরে নিয়ে যেতে চায়। (৬১) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো আল্লাহর অবতীর্ণ বস্তু

اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦٢﴾ فَكَيْفَ

লা-হু অইলার্ রাসূলি রাআইতাল্ মুনা-ফিক্বীনা ইয়াছুদ্দূনা 'আন্কা ছুদূদা-।৬২। ফাকাইফা

ও রাসূলের দিকে, তখন আপনার নিকট হতে মুনাফিকদের চলে যেতে দেখবেন। (৬২) তাদের কৃতকর্মের

إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ

ইযা ~ আছোয়া-বাত্হুম্ মুছীবাতুম্ বিমা -ক্বাদ্দামাত্ আইদীহিম ছুম্মা জ্বা — উকা ইয়াহ্লিফূন্; বিল্লা-হি

জন্য মুছীবত আসলে অবস্থা কিরূপ হয়? তারা তো আল্লাহর দোহাই দিয়ে আপনার নিকট আগমন করে বলে

إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٣﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ

ইন্ আরাদ্না ~ ইল্লা ~ ইহ্সা-নাওঁ অতাওফীক্বা-।৬৩। উলা — য়িকাল্লাযীনা ইয়া'লামুল্লা-হু মা-ফী কুলূবিহিম্

আমরা কল্যাণ ও সম্প্রীতি ছাড়া আর কিছু চাই না। (৬৩) আল্লাহ তাদের অন্তরের সবকিছু সম্যক অবগত; তাই

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٤﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا

ফাআরিদ্ব্ 'আন্হুম্ অ'ইজ্হুম্ অকুল্ লাহুম্ ফী ~ আন্ফুসিহিম্ ক্বাওলাম্ বালীগা-।৬৪। অমা ~ আর্সাল্না-

তাদেরকে এড়িয়ে চলুন। এবং তাদের সদুপদেশ দিন ও হৃদয়গ্রাহী কথা বলুন। (৬৪) আমি তো রাসূল এ কারণেই

مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ

মির্ রাসূলিন্ ইল্লা-লিইয়ুত্বোয়া-'আ বিইয্নিল্লা-হ্;অলাও আন্নাহুম্ ইয্ জোয়ালামূ ~ আন্ফুসাহুম্ জ্বা — উকা

পাঠিয়েছি, যেন আল্লাহর আদেশে তাঁর আনুগত্য করে, তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করার পর যদি আপনার কাছে

আয়াত-৬৩ ঃ শরীয়তের বিধান তো ঠিকই আছে। আমরা তাকে না-হক ভেবে অন্যত্র যাই নি। বরং আসল কথা হল, এই আইনানুগ বিচারের মধ্যে বিচারক কোন প্রকার সমঝোতার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন না। কিন্তু পারস্পরিক আপোষ মীমাংসায় সেই সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়। এ কারণেই আমরা অন্যত্র অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট গিয়েছিলাম। হত্যা সংক্রান্ত ঘটনার এই বিবরণটি হয় তো নিহত ব্যক্তিকে নিরপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য হবে, অথবা হযরত ওমর (রাঃ) প্রতি হত্যার অভিযোগ আনয়নের জন্য হবে। এ আয়াতের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদের উক্ত বিবরণ রদ করেছেন। (বঃ কোঃ)

فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿٦٥﴾ فَلَا

ফাস্তাগ্ফারুল্লা-হা অস্তাগ্ফারা লাহুমুর্ রাসূলু লাওয়াজ্বাদুল্লা-হা তাওয়্যা-বার্ রাহীমা-। ৬৫। ফালা-
এসে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসূলও ক্ষমা চাইতেন, তবে তারা আল্লাহকে ক্ষমাশীল, দয়ালু পেত। (৬৫) কিন্তু না,

وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا

অরব্বিকা, লা-ইয়ু''মিনূনা হাত্তা-ইয়ুহাক্কিমূকা ফীমা -শাজ্বারা বাইনাহুম্ ছুম্মা লা-ইয়াজ্বিদূ
আপনার রবের কসম! এরা মু'মিন নয় যতক্ষণ না তারা বিবাদ মিমাংসার জন্য আপনার কাছে আসে, অতঃপর তারা

فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٦﴾ وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ

ফী ~ আন্ফুসিহিম্ হারাজ্বাম্ মিম্মা-ক্বাদ্বোয়াইতা অইয়ুসাল্লিমূ তাস্লীমা-।৬৬। অলাও আন্না-কাতাব্না-'আলাইহিম্
নিজেদের মনে কোন দ্বিধা করে না এবং আপনার রায় পুরোপুরি মেনে নেয়। (৬৬) যদি তাদের উপর ফরজ করতাম যে,

اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ؕ وَلَوْ

আনিক্ব্ তুলূ ~ আন্ফুসাকুম্ আওয়িখ্রুজ্বূ মিন্ দিয়া-রিকুম্ মা-ফা'আলূহু ইল্লা-ক্বালীলুম্ মিন্হুম্; অলাও
আত্মহত্যা কর বা দেশান্তর হও, তবে কিছুলোক ছাড়া কেউ তা করত না; যদি তারা তা করত, যা করতে তাদের

اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ﴿٦٧﴾ وَّاِذًا

আন্নাহুম্ ফা'আলূ মা-ইয়ূ'আজূনা বিহী লাকা-না খাইরাল্ লাহুম্ অআশাদ্দা তাছ্বীতা-। ৬৭। অইযাল্
উপদেশ দেয়া হয়, তবে তা পালন করলে তাদেরই কল্যাণ এবং দৃঢ়তার কারণ হত। (৬৭) তখন আমি

لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّآ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٦٨﴾ وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٦٩﴾ وَمَنْ يُّطِعِ

লা আ-তাইনা হুম্ মিল্লাদুন্না ~ আজ্ব্ রান্ 'আজীমা-। ৬৮। অলাহাদাইনা-হুম্ ছিরা-ত্বোয়াম্ মুস্তাক্বীমা-। ৬৯। অমাইঁ ইয়ুত্বিই' ল্
নিজেও তাদেরকে মহাপুরস্কার দিতাম। (৬৮) আর আমিই সরল পথ দেখাতাম। (৬৯) আর যারা

اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ

লা-হা অর্রাসূলা ফাউলা —য়িকা মা'আল্লাযীনা আন্'আমাল্লা-হু 'আলাইহিম্ মিনান্নাবিয়্যীনা অছ্ছিদ্দিক্বীনা
আনুগত্য করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, তারা আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্ত যেমন- নবী, সত্যবাদী

وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ﴿٧٠﴾ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ؕ

অশ্শুহাদা —য়ি অছ্ছোয়া-লিহীনা অ হাসুনা উলা —য়িকা রাফীক্বা-।৭০। যা-লিকাল্ ফাদ্ব্ লু মিনাল্লা-হ্;
শহীদ ও নেককারদের সাথে অবস্থান করবে। (৭০) এটা ঈমানদারদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে অনুগ্রহ;

শানেনুযূলঃ আয়াত-৬৯ ঃ একদা কয়েকজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নিকট আবেদন করলেন, মৃত্যুর পর জান্নাতের মধ্যে আপনার যে উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ আসন হবে সেখান পর্যন্ত পৌঁছা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে? তখন আমরা আপনার সাথে কেমন করে সাক্ষাত করে ধন্য হতে পারব। আর যদি সাক্ষাতই না হয়, তবে বিরহ যাতনায় সান্ত্বনাই বা কিরূপে লাভ করব। এমনকি এ চিন্তা ভাবনায় রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম হযরত ছৌবান (রাঃ) এর চেহারা বিমর্ষ হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) যখন তাঁর এই বিষণ্ণাবস্থা লক্ষ্য করলেন তখন তিনি তাঁর কোন রোগ-শোক হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে হযরত ছৌবান (রাঃ) উক্ত চিন্তা-ভাবনার কথা পেশ করলেন। তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

৯ ع ١١ ৬ রুকু

وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ﴿٧١﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ

অকাফা- বিল্লা-হি 'আলীমা- ।৭১। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ খুযূ হিয্‌রাকুম ফান্‌ফিরূ ছুবা-তিন

আল্লাহই যথেষ্ট জ্ঞানী। (৭১) হে ঈমানদাররা! সাবধানতা অবলম্বন কর; তারপর বেরিয়ে পড় পৃথক হয়ে অথবা

اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ﴿٧٢﴾ وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ

আওয়িন্‌ফিরূ জ্বামী'আ- ।৭২। অইন্না মিন্‌কুম্ লামাল্ লাইয়ুবাত্তিয়ান্না ফাইন্ আছোয়া-বাত্‌কুম্ মুছীবাতুন্

একযোগে। (৭২) তোমাদের কেউ এমনও আছে, যে গড়িমসি করেই; যদি তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে,

قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ﴿٧٣﴾ وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ

ক্বা-লা ক্বাদ্ আন'আমাল্লা-হু 'আলাইয়্যা ইয্ লাম্ আকুম্ মা'আহুম্ শাহীদা- ।৭৩। অলায়িন্ আছোয়া-বাকুম ফাদ্বলুম্

তখন বলে, আল্লাহ আমার প্রতি সদয়, আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম না। (৭৩) আর যদি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ হয়

مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ

মিনাল্লা-হি লাইয়াকুলান্না কাআল্লাম্ তাকুম্ বাইনাকুম্ অবাইনাহূ মাওয়াদ্দাতুই ইয়া-লাইতানী কুন্‌তু মা'আহুম্

আল্লাহর পক্ষ থেকে, তখন এমন ভাবে বলে যেন তোমাদের ও তাদের মাঝে কোন সম্পর্কই নেই, হায়! আমি যদি সঙ্গে

فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧٤﴾ فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

ফাআফূযা ফাওযান্ 'আজীমা- ।৭৪। ফাল্‌ইয়ুক্বা-তিল্ ফী সাবীলিল্লা-হিল্ লাযীনা ইয়াশ্‌রূনাল্ হাইয়া-তাদ্দুন্‌ইয়া-

থাকতাম; তবে মহালাভে লাভবান হতাম। (৭৪) অতঃপর তারা যেন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে যারা দুনিয়ার জীবনকে বিক্রয়

بِالْاٰخِرَةِ ۗ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا

বিল্ আ-খিরাহ্; অমাই ইয়ুক্বা-তিল ফী সাবীলিল্লা-হি ফাইয়ুক্‌তাল্ আও ইয়াগ্‌লিব্ ফাসাওফা নু'তীহি আজ্বরান্

করে পরকালের বিনিময়ে সুতরাং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে যে কেউ নিহত হোক বা বিজয়ী হোক তাকে মহা প্রতিদান

عَظِيْمًا ﴿٧٥﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ

'আজ্বীমা- । ৭৫। অমা-লাকুম্ লা-তুক্বা-তিলূনা ফী সাবীলিল্লা-হি অল্‌মুস্‌তাদ্ব'আফীনা মিনার্ রিজ্বা-লি

প্রদান করব। (৭৫) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর না? সেসব অসহায় নর-নারী

وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ

অন্নিসা — য়ি অল্ ওয়িল্‌দা-নিল্লাযীনা ইয়াকূলূনা রব্বানা ~ আখ্‌রিজ্‌না-মিন্ হা-যিহিল্ ক্বার্‌ইয়াতিজ্জোয়া-লিমি

ও শিশুদের জন্য যারা বলে, হে আমাদের রব! এ জনপদ হতে আমাদের বের করুন- যার অধিবাসী ভয়ানক জালিম।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৭১ঃ মুজাহিদরা জেহাদের উদ্দেশে রওয়ানা হলে মুনাফিকরা বিভিন্ন অজুহাতে সরে পড়ত এবং যুদ্ধ থেকে ফেরার পর তারা বলত আমরা তো যাওয়ার জন্য প্রস্তুতই ছিলাম কিন্তু অমুক কাজে নিয়োজিত থাকায় একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল, এদিকে আপনারা চলে গিয়েছেন। অনন্তর মুসলমানদের উপর কোন বিপদ আপতিত হলে বলত আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা যুদ্ধে যাই নি। আর মুসলমানরা বিজয়ী বেশে গণীমতের মাল নিয়ে ফিরলে তারা এ মর্মে পরিতাপ করতে থাকত যে, হায়। আমরাও এদের সাথে যুদ্ধে শরীক হলে গণীমতের মালের ভাগী হতে পারতাম। সাধারণতঃ উল্লেখিত অবস্থা মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়েরই বৈশিষ্ট্য ছিল, তাই আয়াতটি তার সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়। (রঃ কোঃ)

أَهْلُهَا ۚ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۚ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٦﴾ الَّذِينَ

আহ্লুহা- অজ্ব্ 'আল্ লানা- মিল্লাদুন্কা অলিয়্যাওঁ অজ্ব্ 'আল্ লানা-মিল্লাদুন্কা নাছীরা- । ৭৬। আল্লাযীনা

আমাদের জন্য আপনার নিকট হতে বন্ধু পাঠান, আর আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী পাঠান। (৭৬) যারা

آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ

'আ-মানূ ইয়ুক্বা-তিলূনা ফী সাবীলিল্লা-হি অল্লাযীনা কাফারূ ইয়ুক্বা-তিলূনা ফী-সাবীলিত্ব ত্বোয়া-গূতি

মু'মিন তারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে, আর যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে তাগুতের পথে, ১০

فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٧﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى ع ৬ ৭

ফাক্বা-তিল্ ~ আওলিয়া — য়াশ্ শাইত্বোয়া-নি ইন্না কাইদাশ্ শাইত্বোয়া-নি কা-না দ্বোয়া'ঈফা- ।৭৭। আলাম্ তারা ইলাল্ রুকু

অতএব শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, শয়তানের প্রচেষ্টা অতি দুর্বল। (৭৭) তুমি কি তাদেরকে দেখ নি?

الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَآتُوا الزَّكَوٰةَ ۚ فَلَمَّا

লাযীনা ক্বীলা লাহুম্ কুফ্ফূ ~ আইদিয়াকুম্ অ 'আক্বীমুছ্ ছলা-তা অআ-তুয্ যাকা-তা ফালাম্মা-

যাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের হাত সংযত রাখ, আর কায়েম কর নামায এবং যাকাত দাও? তাদেরকে যখন

كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ

কুতিবা 'আলাইহিমুল্ ক্বিতা-লু ইযা-ফারীক্বুম্ মিন্হুম্ ইয়াখ্শাওনান্ না-সা কাখাশ্ইয়াতিল্লা-হি আও

যুদ্ধের বিধান দেয়া হল তখন তাদের একদল আল্লাহকে ভয় করার মত মানুষকে ভয় করছিল অথবা

أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ

আশাদ্দা খাশ্ইয়াতান্ অক্বা-লূ রব্বানা-লিমা কাতাব্তা 'আলাইনাল্ ক্বিতা-লা লাওলা ~ আখ্খারতানা ~ ইলা ~

তদপেক্ষা বেশি, আর বলল, হে আমাদের রব! কেন আমাদের উপর যুদ্ধের বিধান দিলে? যদি আরো কিছু দিনের অবকাশ

أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۚ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ

আজ্বালিন্ ক্বারীব; ক্বুল্ মাত্বা-'উদ্দুন্ইয়া-ক্বালীলুন্ অল্ আ-খিরাতু খাইরুল্লিমানিত্ তাক্বা-অলা-তুয্লামূনা

আমাদের দিতে! বলুন, পার্থিব ভোগ কিঞ্চিৎ, মুত্তাকীর জন্য পরকালই উত্তম, আর তোমরা সূতা পরিমাণও অবিচার

فَتِيلًا ﴿٧٨﴾ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ

ফাতীলা- ।৭৮। আইনা মা-তাকূনূ ইয়ুদ্রিক্ কুমুল্ মাওতু অলাও কুন্তুম্ ফী বুরূজ্বিম্ মুশাইয়্যাদাহ্;

পাবে না। (৭৮) তোমরা যেখানেই থাক, মৃত্যু অবধারিত, যদি তোমরা সুদৃঢ় দূর্গে থাক তবুও।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৭৭ ঃ কাফেররা মুসলমানদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিতে লাগলে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ, মিক্বদাদ্ ইবনে আছওয়াদ, সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস এবং কুদামা ইবনে মযউন (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীরা রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যখন মুশরিক ছিলাম তখন সকলেই আমাদের সম্মান করত, কেউ আমাদের প্রতি চক্ষু রাঙ্গাতে পারত না। আর এখন মুসলমান হওয়ায় সকলেই আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে, অধঃপতিত মনে করছে। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বললেন, আমার প্রতি এবং তোমাদের প্রতি ধৈর্যের আদেশ রয়েছে, সুতরাং তোমরা নামায পড়তে থাক এবং সবর করতে থাক।" অতঃপর মদীনায় হিজরতের পর যখন জিহাদের আদেশ হল, তখন ধর্মে দুর্বল এমন অনেক ব্যক্তি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। তাই তাঁদেরকে উৎসাহ প্রদান কল্পে আলোচ্য আয়াতটি গঞ্জনার সূরে নাযিল হয়। অপর

وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا

অইন্ তুছিবহুম্ হাসানাতুই ইয়াকূলূ হা-যিহী মিন্ 'ইন্দিল্লা-হ্; অইন্ তুছিবহুম্ সাইয়্যিয়াতুই ইয়াকূলূ

আর যদি তাদের কোন কল্যাণ হয় তবে বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে; আর যদি মন্দ হয়, তবে বলে, এটা

هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ

হা-যিহী মিন্ 'ইন্দিক্; কুল্ কুল্লুম্ মিন্ 'ইন্দিল্লা-হ্; ফামা-লি হা ~ উলা — য়িল্ ক্বাওমি লা-ইয়াকা-দূনা

আপনার কারণে, বলে দিন সবই আল্লাহর পক্ষ হতে হয়; এসব লোকের কি হল যে, কথা বুঝতেই

يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٩﴾ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ

ইয়াফ্ক্বাহূনা হাদীছা-। ৭৯। মা ~ আছোয়া-বাকা মিন্ হাসানাতিন্ ফামিনাল্লা-হি অমা ~ আছোয়া-বাকা মিন্ সাইয়্যিয়াতিন্

চায় না। (৭৯) তোমার প্রতি যে কল্যাণ হয় তা আল্লাহর পক্ষ হতে হয় এবং যে অকল্যাণ হয় তা নিজের

فَمِنْ نَفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٨٠﴾ مَنْ يُطِعِ

ফামিন্ নাফ্সিক্; অ আর্সাল্না-কা লিন্না-সি রাসূলা- ; অকাফা-বিল্লা-হি শাহীদা -। ৮০। মাঁই ইয়ুত্বি'ইর্

কারণে হয়। সকল মানুষের জন্য আপনাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছি; আল্লাহর সাক্ষীই যথেষ্ট। (৮০) রাসূলের আনুগত্য

الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨١﴾ وَيَقُولُونَ

রাসূলা ফাক্বাদ্ আত্বোয়া-'আল্লা-হা অমান্ তাওয়াল্লা-ফামা ~ আর্সাল্না-কা 'আলাইহিম্ হাফীজোয়া-। ৮১। অইয়াকূলূনা

করলে আল্লাহ্র আনুগত্য হয়। কেউ মুখ ফেরালে -আপনাকে তাদের উপর পর্যবেক্ষক করি নি। (৮১) তারা বলে,

طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۖ

ত্বোয়া-'আতুন্ ফাইযা-বারাযূ মিন্ 'ইন্দিকা বাইয়্যাতা ত্বোয়া —য়িফাতুম্ মিন্হুম্ গাইরাল্লাযী তাকূলূ ;

আনুগত্য করি; যখন আপনার নিকট হতে চলে যায়, তখন একদল মুখে বলার বিপরীতে রাতে গোপনে বসে পরামর্শ করে;

وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

অল্লা-হু ইয়াক্তুবু মা- ইয়ুবায়্যিতূনা ফা'আ-রিদ্ব 'আনহুম্ অতাওয়াক্কাল 'আলাল্লা-হ্; অকাফা-বিল্লা-হি অকীলা-।

আল্লাহ তা লিখে রাখছেন, আপনি এদের উপেক্ষা করুন, আল্লাহর উপর নির্ভর করুন, আল্লাহই যথেষ্ট কার্যোদ্ধারকারী।

﴿٨٢﴾ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ

৮২। আফালা-ইয়াতাদাব্বারূনাল্ কুরআ-ন; অলাও কা-না মিন্ 'ইন্দি গাইরিল্লা-হি লাওয়াজাদূ ফীহিখ্

(৮২) তারা কি কোরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না? আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো রচিত হলে এতে তাদের

বর্ণনায় মক্কায় মুসলমানেরা অত্যাচারিত হতে থাকলে কিছু সংখ্যক সাহাবী জিহাদের জন্য তীব্র আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন; এ সময় তাদের প্রতি ক্ষমার আদেশই ছিল। মদীনায় হিজরতের পর জিহাদের আদেশ প্রদত্ত হলে কতিপয় ব্যক্তির নিকট তা অপ্রীতিকর মনে হল। তাই অভিযোগ স্বরূপ এই আয়াতটি নাযিল হয়। উদ্ধৃত আয়াতের উক্তি মুসলমানদের প্রতি কোন ভর্ৎসনা নয়। কেননা, জিহাদের এ নির্দেশের প্রতি তাঁদের কোন প্রতিবাদ ছিল না; বরং তাঁদের তরফ থেকে অবকাশের প্রত্যাশা করা হয়েছিল। সুতরাং আলোচ্য আয়াতের উৎস হল, মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের প্রেরণা সৃষ্টি করা। যা মক্কায় অত্যাচারিত অবস্থায় তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল এবং হিজরতের পর তা লুপ্ত হওয়ায় এবং সম্যক নিরাপত্তা লাভের পর তাদের পার্থিব জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় এই আয়াত নসীহত হিসাবে বর্ণনা করা হয়। শানেনুযূল ঃ আয়াত-৮২ ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ছঃ)

اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝٨٣ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ

তিলা-ফান্ কাছীরা- । ৮৩ । অ ইযা-জ্বা ~ য়াহুম্ আম্‌রুম্ মিনাল্ আম্‌নি আওয়িল্ খাওফি আযা-'উ বিহ্;

মতভেদ পাওয়া যেত। (৮৩) আর যখন কোন শান্তি বা ভয়ের সংবাদ আসে তখন তারা তা প্রচার করে; যদি তারা

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ

অলাও রাদ্দূহু ইলার্ রাসূলি অ ইলা ~ উলিল্ আম্‌রি মিন্‌হুম্ লা'আলিমাহুল্ লাযীনা ইয়াস্‌তাম্‌বিত্বূনাহূ

এটি রাসূল বা তাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল তাদের কাছে পৌছাত, তবে তথ্য অনুসন্ধানকারীরা তার যথার্থতা বুঝত।

مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا *

মিন্‌হুম্; অলাওলা-ফাদ্বলুল্লা-হি'আলাইকুম্ অরহ্‌মাতুহূ লাত্তাবা'তুমুশ্ শাইত্বোয়া-না ইল্লা-ক্বালীলা-।

যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হত, তবে অল্প সংখ্যক ছাড়া সবাই শয়তানের আনুগত্য করত।

۝٨٤ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى

৮৪। ফাক্বা-তিল্ ফী সাবীলিল্লা-হ্; লা-তুকাল্লাফু ইল্লা-নাফসাকা অহাররিদ্বিল্ মু"মিনীনা, আসাল্

(৮৪) সুতরাং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করুন, আপনাকে কেবল নিজের জন্যই দায়ী করা হবে; মু'মিনদেরকে

اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا *

লা-হু আইঁ ইয়াকুফ্‌ফা বা"সাল্লাযীনা কাফারূ; অল্লা-হু আশাদ্দু বা"সাওঁ অ আশাদ্দু তান্‌কীলা-।

উৎসাহিত করুন, হয়ত আল্লাহ্ কাফেরদের শক্তি প্রতিরোধ করবেন [1] আল্লাহ্ শক্তিতে প্রবল ও কঠোর।

۝٨٥ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً

৮৫। মাইঁ ইয়াশ্‌ফা' শাফা-'আতান্ হাসানাতাইঁ ইয়াকুল্লা-হূ নাছীবুম্ মিন্‌হা-অমাইঁ ইয়াশ্‌ফা' শাফা-'আতান্

(৮৫) যে ভাল কাজের সুপারিশ করে, তাতে অংশ পায়; আর কেউ মন্দ কাজের

سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ۝٨٦ وَإِذَا حُيِّيتُم

সাইয়্যিয়াতাইঁ ইয়াকুল্লাহূ কিফ্‌লুম্ মিন্‌হা-; অকা-নাল্লা-হু 'আলা-কুল্লি শাইয়িম্ মুক্বীতা-। ৮৬। অইযা-হুইয়্যীতুম্

সুপারিশ করলে তাতেও তার অংশ নির্ধারিত; আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। (৮৬) আর তোমরা যদি সালাম

بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا *

বিতাহিয়্যাতিন্ ফাহাইয়্যূ বিআহ্‌সানা মিনহা ~ আও রুদ্দূহা -; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলা-কুল্লি শাইয়িন হাসীবা-।

পাওয়া, তবে তোমরাও তার জন্য তদপেক্ষা উত্তম বা সেটাই পুনরায় বল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।

জনৈক ছাহাবীকে যাকাত আদায়ের জন্য কোথাও পাঠিয়েছিলেন। স্থানীয় লোকেরা তাঁর সংবর্ধনার্থে একত্রে বের হয়ে পড়ল। তিনি তদ্দর্শনে তাঁকে মারপিট করতে এসেছেন মনে করে মদীনায় ফেরত আসলেন এবং বললেন, "সেখানকার লোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছে।" সংবাদটি রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর কানে-আসার পূর্বেই শহরের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ল। এভাবে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) কোথাও সৈন্য পাঠিয়ে দিলে এবং তাঁদের জয় পরাজয়ের কোন কথা রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর পক্ষ হতে ঘোষণার পূর্বেই কতিপয় দুর্বলমনা মুসলমান তা প্রচার করে দিত। যার পরিণাম হত খারাপ। তাই এরূপ গুজব রটনা এবং গোপনীয় তথ্য প্রকাশ করা হতে বারণ করার উদ্দেশে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

টীকা -১ঃ ছাহাবীরা মুনাফিকদের কেন্দ্র করে তাদের ব্যাপারে কঠিন বা নরম হওয়া নিয়ে মতবিরোধ করছিল।

﴿٨٧﴾ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ وَمَنْ

৮৭। আল্লা-হু লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হু; লাইয়াজ্‌মা'আন্নাকুম্ ইলা-ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি লা-রইবা ফীহ্; অমান্

১১ (৮৭) আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই; তিনি যে কেয়ামতের দিন জড় করবেন এতে কোন সন্দেহ নেই; আল্লাহর

ع ১১ ৮ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ﴿٨٨﴾ فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ

রুকু আছ্‌দাকু মিনাল্লা-হি হাদীছা-। ৮৮। ফামা-লাকুম্ ফিল্ মুনা-ফিক্বীনা ফিয়াতাইনি অল্লা-হু আর্‌কাসাহুম্

চেয়ে কে বেশি সত্যবাদী? (৮৮) তোমাদের কি হল যে, তোমরা মুনাফিকদের ব্যাপারে দু দল হয়ে গেলে; অথচ আল্লাহ

بِمَا كَسَبُوْا ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ

বিমা-কাসাবূ; আতুরীদূনা আন্ তাহ্‌দূ মান্ আদ্বোয়াল্লাল্লা-হ্; অমাই ইয়ুদ্বলিলিল্লা-হু

তাদেরকে আমলের দরুণ উল্টো ফিরিয়ে দিলেন, আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তোমরা কি তাকে পথে আনতে চাও? আল্লাহ

فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿٨٩﴾ وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا

ফালান্ তাজ্বিদা লাহূ সাবীলা-। ৮৯। অদ্দূ লাও তাক্‌ফুরূনা কামা-কাফারূ ফাতাকূনূনা সাওয়া — য়ান্ ফালা-

গোমরাহ করলে আপনি সুপথ দিতে পারবেন না। (৮৯) তারা চায়, তাদের মত তোমরাও কুফ্‌রী কর; তাদের

تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا

তাত্তাখিযূ মিন্‌হুম্ আওলিয়া — য়া হাত্তা-ইয়ুহা-জ্বিরূ ফী সাবীলিল্লা-হ্; ফাইন্ তাওয়াল্লাও

সমান হও ; সুতরাং তাদের কাকেও বন্ধু মনে করো না যতক্ষণ না আল্লাহর পথে হিজরত করে; যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়,

فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ص وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا

ফাখুযূহুম্ অক্‌তুলূহুম্ হাইছু অজ্বাত্‌তুমূহুম্ অলা-তাত্তাখিযূ মিন্‌হুম্ অলিয়্যাওঁ অলা-

তবে যেখানে পাও তাদেরকে ধর এবং হত্যা কর; তাদের কাউকে বন্ধু ও সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ

نَصِيْرًا ﴿٩٠﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ جَآءُوْكُمْ

নাছীরা-। ৯০। ইল্লাল্লাযীনা ইয়াছিলূনা ইলা-ক্বাওমিম্ বাইনাকুম্ অবাইনাহুম্ মীছা-কুন্ আও জ্বা — য়ূকুম্

করো না। (৯০) কিন্তু যারা তোমাদের চুক্তিবদ্ধ কওমের সাথে মিলিত হয় তাদেরকে নয়। অথবা যারা এমনভাবে

حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ

হাছিরাত্ ছুদূরুহুম্ আই ইয়ুক্বা-তিলূকুম্ আও ইয়ুক্বা-তিলূ ক্বাওমাহুম্; অলাও শা — য়াল্লা-হু

আসে যে, তাদের মন তোমাদের সঙ্গে বা তাদের গোত্রের সংগে যুদ্ধ করতে বাধা দেয়; আল্লাহ চাইলে তাদেরকে

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৮৭ ঃ ওহুদ যুদ্ধে যাত্রা করার পর রাস্তা থেকে যারা কেটে পড়েছিল, তাদের সম্বন্ধে ছাহাবারা দু দল হয়ে গিয়েছিলেন– এক দল বললেন, তারা মুনাফিক, তাদের শিরোচ্ছেদ করা হোক এবং অপর দল এর বিপক্ষে মত দিলেন। কারণ তাঁদের ধারণা ছিল, ঐ মুনাফিকরা হয়তো মুসলমানদের সাথে একত্রে থাকলে ধীরে ধীরে হিদায়তের পথে চলে আসতে পারে। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়। মুজাহিদ-এর বর্ণনা মক্কার কতিপয় মুশরিক মদীনায় এসে নিজেরা মুসলমান হয়ে হিজরত করে চলে এসেছে– এ মর্মে আত্মপ্রকাশ করল। অতঃপর ব্যবসার ভান করে মুরতাদ হয়ে মক্কায় চলে গেল। এদের সম্বন্ধে মুসলমানরা দ্বিমত হয়ে তাদের ধর্মান্তর হওয়ার প্রমাণসমূহে বিভিন্ন হেরফের ব্যাখ্যার মাধ্যমে এক দল তাদেরকে মুসলমান সাব্যস্ত করল। তখন এ বিবাদ নিরসনার্থে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَٰتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا

লাসাল্লাত্বোয়াহুম্ 'আলাইকুম্ ফালাক্বা-তালূকুম্ ফাইনি'তাযালূকুম্ ফালাম্ ইয়ুক্বা-তিলূকুম্ অআল্‌ক্বাও
তোমাদের উপর যুদ্ধ করার শক্তি দিতেন, তবে তারা তোমাদের থেকে সরে থেকে এবং যুদ্ধ না করে আপোসের

إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩١﴾ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ

ইলাইকুমুস্ সালামা ফামা-জ্বা'আলাল্লা-হু লাকুম্ 'আলাইহিম্ সাবীলা- ৷ ৯১ ৷ সাতাজিদূনা আ-খারীনা
প্রস্তাব দিলে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যুদ্ধের কোন পথ রাখেন নি। (৯১) এ ছাড়া এমন কিছু লোক পাবে যারা

يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ ط كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ

ইয়ুরীদূনা আঁই ইয়া''মানূকুম্ অইয়া''মানূ ক্বাওমাহুম্;কুল্লামা-রুদ্দূ ~ ইলাল্ ফিত্‌নাতি
তোমাদের সঙ্গে ও নিজ সম্প্রদায়ের সঙ্গে শান্তি চায়, যখনই তাদেরকে ফিতনার দিকে ডাকা হয়, তখনই

أُرْكِسُوا فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا

উর্‌কিসূ ফীহা-ফাইল্ লাম্ ইয়া'তাযিলূকুম্ অইয়ুল্‌ক্বূ ~ ইলাইকুমুস্ সালামা অইয়াকুফ্‌ফূ ~
তারা ওতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যদি এ ধরনের লোকবল তোমাদের সাথে মোকাবেলা হতে বিরত না থাকে

أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ط وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ

আইদিয়াহুম্ ফাখুযূহুম্ অক্বতুলূহুম্ হাইছু ছাক্বিফ্‌তুমূহুম্ অউলা — য়িকুম্ জ্বা'আল্‌না-লাকুম্
এবং শান্তি প্রস্তাব না করে এবং যুদ্ধ থেকে বিরত না হয়, তবে তাদেরকে যেখানেই পাও ধর, মার ১২.

عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ﴿٩٢﴾ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ ع ৪ ৯

'আলাইহিম্ সুলত্বোয়া-নাম্ মুবীনা-।৯২। অমা-কা-না লিমু''মিনিন্ আঁই ইয়্যাক্বতুলা মু''মিনান্ ইল্লা-খাত্বোয়ায়ান্, রুকু
এবং এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার অধিকার দিয়েছে। (৯২) ভুলবশতঃ ছাড়া এক মু'মিন অন্য মু'মিনকে হত্যা করতে

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن

অমান্ ক্বাতালা মু''মিনান্ খাত্বোয়ায়ান্ ফাতাহ্‌রীরু রাক্বাবাতিম্ মু''মিনাতিঁও অদিয়াতুম্ মুসাল্লামাতুন্ ইলা ~ আহ্‌লিহী ~ ইল্লা-আঁই
পারে না। যদি ভুলে কোউ মু'মিন হত্যা করে, তবে একটি মু'মিন দাস মুক্ত করবে এবং তার পরিবারকে

يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

ইয়াছ্‌ছদ্দাক্বূ; ফাইন্ কা-না মিন্ ক্বাওমিন্ 'আদুওয়্যিল্লাকুম্ অহুঅ মু''মিনুন্ ফাতাহ্‌রীরু রাক্বাবাতিম্
মুক্তিপণ দিবে, তবে ক্ষমা করলে অন্য কথা, যদি সে শত্রুপক্ষের মু'মিন লোক হয়, তবে একটি মু'মিন দাস মুক্ত করবে;

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মুনাফিক বলার কারণ হল, তারা নিজেদেরকে মু'মিন বলে দাবী করেছিল কিন্তু হৃদয়ে লালিত কুফরীকে তখনও গোপন করে রেখেছিল। আর বিশেষ কারণে তাদেরকে হত্যা করাও ঠিক হচ্ছিল না, যে পর্যন্ত তাদের কুফুরী ও মুরতাদ হওয়ার কথা সকলের নিকট পরিষ্কার হয়ে না যায়। হযরত হাসানের বর্ণনানুযায়ী, ছোরাক্বা ইবনে মালেক মুদলজী রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর দরবারে বদর ওহুদের পর এসে বর্ণ মুদলজীর সাথে সন্ধির আবেদন জানিয়ে ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছঃ) সন্ধিনামা প্রণয়ন করার জন্য হযরত খালিদকে সেখানে পাঠালেন এবং এ মর্মে সন্ধিনামা প্রণয়ন করা হল যে, তারা রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর বিপক্ষ কোন শক্তিকে কোন প্রকার সাহায্য করবে না এবং কোরাইশরা যখন মুসলমান হবে তারাও তখন মুসলমান হবে। তখন আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

مُّؤْمِنَةٍ ۚ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ

মু''মিনাহ্; অইন্ কা-না মিন্ ক্বাওমিম্ বাইনাকুম্ অবাইনাহুম্ মীছা-ক্বুন্ ফাদিয়াতুম্ মুসাল্লামাতুন্

আর যদি অংগীকারাবদ্ধ সম্প্রদায়ের লোক হয়, তবে তার পরিবারকে মুক্তিপণ দেবে, এবং একটি

إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

ইলা ~ আহ্লিহী অতাহ্রীরু রাক্বাবাতিম্ মু''মিনাতিন্ ফামাল্লাম্ ইয়াজ্বিদ্ ফাছিয়া-মু শাহ্রাইনি মুতাতা-বি'আইনি

মু'মিন দাস মুক্ত করবে; যদি ক্ষমতা না থাকে তবে ক্রমাগত দুমাস রোযা রাখবে; আল্লাহ্র

تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا

তাওবাতাম্ মিনাল্লা-হ্; অ কা-নাল্লা-হু 'আলী-মান্ হাকীমা- । ৯৩ । অমাই ইয়াক্বতুল্ মু''মিনাম্ মুতা'আম্মিদান্

তরফ থেকে এটাই তাওবা; আল্লাহ জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। (৯৩) যদি কেউ ইচ্ছাপূর্বক মু'মিনকে হত্যা করে, তবে তার

فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا

ফাজ্বাযা — উহূ জ্বাহান্নামু খা-লিদান্ ফীহা-অগাদ্বিবাল্লা-হু 'আলাইহি অলা'আনাহূ অ আ'আদ্দালাহূ 'আযা-বান

শাস্তি চিরস্থায়ী জাহান্নাম। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ থাকবেন ও লা'নত করবেন; প্রস্তুত রাখবেন

عَظِيمًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا

'আজীমা- । ৯৪ । ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ ~ ইযা-দ্বোয়ারাব্তুম্ ফী সাবীলিল্লা-হি ফাতাবাইয়্যানূ অলা-

মহাশাস্তি। (৯৪) হে মু'মিনরা! আল্লাহর রাস্তায় ভ্রমণের সময় পরীক্ষা করে নিও; তোমাদেরকে

تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ

তাক্বূলূ লিমান্ আল্ক্বা ~ ইলাইকুমুস্ সালা-মা লাস্তা মু''মিনান্ তাব্তাগূনা 'আরাদ্বোয়াল্ হাইয়া-তিদ্

কেউ সালাম দিলে "তুমি মু'মিন নও" বলো না; তোমরা তো পার্থিব সম্পদ অন্বেষন কর।

الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ

দুন্ইয়া-ফা'ইন্দাল্লা-হি মাগা-নিমু কাছীরাহ্; কাযা-লিকা কুন্তুম্ মিন্ ক্বাব্লু ফামান্নাল্লা-হু

আল্লাহর কাছে প্রচুর সম্পদ আছে; ইতোপূর্বে তোমরা এরূপ ছিলে; আল্লাহ অনুগ্রহ করলেন; সুতরাং যাছাই

عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ

'আলাইকুম্ ফাতাবাইয়্যানূ; ইন্নাল্লা-হা কা-না বিমা -তা'মালূনা খাবীরা- । ৯৫ । লা-ইয়াস্তাওয়িল্ ক্বা-'ইদূনা

করে নেবে; আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্যক অবহিত। (৯৫) মু'মিনদের মধ্যে যারা বিনা ওজরে

শানেনুযূল ৪ আয়াত-৯৩ ৪ কিন্দী বংশীয় মুক্বীয় ইবনে খোবাব্ আপন ভাই হিশামের সঙ্গে মুসলমান হয়েছিল। কিছু দিন পরে হিশামের লাশ বনী নাজ্জারের বস্তিতে সে খুঁজে পেল। ঘটনাটি সে রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর দরবারে পেশ করলে তিনি বনী ফিহেরের এক ব্যক্তিকে তার সঙ্গে দিয়ে বনী নাজ্জারের নিকট এ মর্মে সংবাদ পাঠালেন, তোমাদের কেউ হেশামের হন্তা জানলে তাকে মুক্বীছের হাওয়ালা কর। সে যেন তাকে প্রতিশোধস্বরূপ হত্যা করে দেয়। নতুবা তাঁর রক্তপণ শোধ কর। বনী নাজ্জারের লোকেরা বলল, আল্লাহর শপথ, আমরা তাঁর হন্তা কে তা জানি না। তাই রক্তপণ আদায় করতে প্রস্তুত আছি। তৎপর তার রক্তপণ বাবদ একশ'টি উট মুক্বীছকে দিল। মুক্বীছ বনী ফিহেরের লোকটিসহ মদীনার দিকে রওয়ানা হল। পথে ফিহের বংশীয় সঙ্গীকে শহীদ করে সে উটসহ মক্কায় চলে গেল। এতে আয়াতটি নাযিল হয়। আয়াত-৯৪ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ছঃ) লাইছ

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ

মিনাল্ মু''মিনীনা গাইরু উলিদ্ব্ দ্বোয়ারারি অল্‌মুজা-হিদূনা ফী সাবীলিল্লা-হি বিআম্‌ওয়া-লিহিম্
ঘরে বসে থাকে এবং যারা জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা উভয়ে

وَأَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ

অ আন্‌ফুসিহিম্; ফাদ্বদ্বোলাল্লা-হুল্ মুজা-হিদীনা বিআম্‌ওয়া-লিহিম্ অআন্‌ফুসিহিম্ 'আলাল্ ক্বা-'ইদীনা
সমান নয়; ঘরে বসা ব্যক্তিদের উপর আল্লাহ জান-মাল দিয়ে যুদ্ধকারীদের মর্যাদা দিয়েছেন। সকলকেই

دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ

দারাজ্বাহ্; অকুল্লাওঁ অ'আদাল্লা-হুল্ হুস্‌না-; অফাদ্বদ্বোয়ালাল্লা-হুল্ মুজা-হিদীনা 'আলাল্-ক্বা 'ইদীনা আজ্‌রান্
আল্লাহ্‌র কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন; তিনি মুজাহিদদেরকে প্রতিদানের ক্ষেত্রে ঘরে অবস্থানকারীদের ১৩

أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٦﴾ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ع ৫

আজীমা-। ৯৬। দারাজ্বা-তিম্ মিন্‌হু অমাগ্‌ফিরাতাওঁ অরাহ্‌মাহ্; অ কা-নাল্লা-হু গাফূরার্ রাহীমা-। ১০ রুকু
উপর মর্যাদা দিয়েছেন। (৯৬) এসব তাঁর পক্ষ হতে মর্যাদা, পরম ক্ষমা ও করুণা, আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

﴿٩٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا

৯৭। ইন্নাল্লাযীনা তাওয়াফ্‌ফা-হুমুল্ মালা — য়িকাতু জোয়া-লিমী ~ আন্‌ফুসিহিম্ ক্বা-লূ ফী মা-কুন্‌তুম্; ক্বা-লূ কুন্না-
(৯৭) নিশ্চয়ই যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে, ফেরেশতারা তাদের মৃত্যুর সময় বলবে, তোমরা কি কাজে ছিলে? তারা

مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ

মুস্‌তাদ্ব'আফীনা ফিল্ আর্দ্বি; ক্বা-লূ ~ আলাম্ তাকুন্ আর্দ্বুল্লা-হি ওয়া-সি'আতান্ ফাতুহা-জ্বিরূ ফীহা-;
বলবে, আমরা যমীনে অসহায় ছিলাম, তারা বলবে, আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না? তোমরা সেখানে হিজরত করে

فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٨﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ

ফাউলা — য়িকা মা'ওয়া-হুম্ জ্বাহান্নাম্; অসা — য়াত্ মাছীরা-। ৯৮। ইল্লাল্ মুস্‌তাদ্ব'আফীনা মিনার্
চলে যেতে, জাহান্নাম এদের আবাস; তা কতই না মন্দ আবাস ! (৯৮) কিন্তু যেসব দুর্বল পুরুষ,

الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

রিজ্বা-লি অন্নিসা — য়ি অল্ ওয়িল্‌দা-নি লা-ইয়াস্‌তাত্বী'উনা হীলাতাওঁ অলা-ইয়াহ্‌তাদূনা সাবীলা-।
নারী ও শিশু যাদের কোন অবলম্বন নেই, আর নেই তাদের পথঘাট জানা।

বংশীয় গালেব ইবনে ফুজালার অধিনায়কত্বে ফেদকবাসীর নিকট একদল সৈন্য পাঠালেন। তথাকার সকলেই মুসলিম বাহিনীকে দেখে পালিয়ে গেল। কিন্তু আমের ইবনে আযবতে আশজায়ী নামক এক ব্যক্তি, যিনি প্রথম হতেই মুসলমান ছিলেন এবং নিজে মুসলমান হওয়ায় থেকে গেলেন; পরে অন্য কোন সৈন্য সন্দেহে নিজের ছাগ পাল নিয়ে পাহাড়ে আত্মগোপন করলেন। অতঃপর অশ্বারোহী সৈন্যরা নিকটে এসে তাকবীর ধ্বনি তুললে ঐ ব্যক্তি ইসলামী সৈন্য হিসাবে পরিচয় পেয়ে উচ্চ শব্দে কলেমায়ে তৈয়্যেবা পড়তে পড়তে আস্‌সালামু আলাইকুম বলে তাদের সামনে বের হয়ে আসলেন। হযরত উসামা (রাঃ) তার এই কালেমা পাঠ জীবন রক্ষার্থে বলে মনে করে লোকটিকে হত্যা করলেন এবং তাঁর ছাগ পাল স্বীয় দখলে আনলেন। তখনই এই আয়াতটি নাযিল হয়।

﴿۹۹﴾ فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿۱۰۰﴾ وَمَنْ

৯৯। ফাউলা — য়িকা 'আসাল্লা-হু আইঁ ইয়া'ফূ 'আনহুম্; অকা- নাল্লা-হু 'আফুওয়্যান্ গাফূরা- ।১০০। অমাইঁ

(৯৯) এদের ব্যাপারে আশা যে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেবেন, কেননা, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী। (১০০) যে কেউ

يُّهَاجِرْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ؕ وَمَنْ يَّخْرُجْ

ইয়ূহা-জ্বির্ ফী সাবীলিল্লা-হি ইয়াজ্বিদ্ ফিল্ আরদ্বি মুরা-গামান্ কাছীরাওঁ অসা'আহ্; অমাইঁ ইয়াখ্‌রুজ্ব্

আল্লাহর পথে হিজরত করে, সে যমীনে বহু আশ্রয় স্থান ও প্রাচুর্য লাভ করবে;

مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ

মিম্ বাইতিহী মুহা-জ্বিরান্ ইলাল্লা-হি অরাসূলিহী ছুম্মা ইয়ুদ্‌রিক্‌হুল্ মাওতু ফাক্বাদ্ অক্বা'আ

যে ঘর বাড়ি ত্যাগ করে, আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশে হিজরত করে, পরে সে মৃত্যুবরণ করে, তার

১৪ ع ৪ ১১ রুকু

اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۰۱﴾ وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ

আজ্বরুহূ 'আলাল্লা-হ্; অকা-নাল্লা-হু গাফূরুর্ রাহীমা-। ১০১। অইযা- দ্বোয়ারাবতুম্ ফিল্ আরদ্বি

পুরস্কারারের ভার আল্লাহর উপর; আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১০১) আর যখন তোমরা যমীনে সফর কর,

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ

ফালাইসা 'আলাইকুম্ জু়না-হুন্ আন্ তাক্বছুরূ মিনাছ্ ছলা-তি ইন্ খিফ্‌তুম্ আইঁ ইয়াফ্‌তিনাকুমুল্

তখন নামায সংক্ষেপ করলে কোন দোষ নেই। এ ভয়ে যে, কাফেররা

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿۱۰۲﴾ وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ

লাযীনা কাফারূ; ইন্নাল্ কা-ফিরীনা কা-নূ লাকুম্ 'আদুওয়্যাম্ মুবীনা- ।১০২। অইযা- কুন্‌তা ফীহিম্

তোমাদের জন্য ফেতনা সৃষ্টি করবে, কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (১০২) আর যখন আপনি

فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَهُمْ قف

ফা'আক্বাম্‌তা লাহুমুছ্ ছলা-তা ফাল্‌তাকু়ম্ ত্বোয়া — য়িফাতুম্ মিন্‌হুম্ মা'আকা অল্‌ইয়া''খুযূ ~ আস্‌লিহাতাহুম্

তাদের মাঝে থাকেন ও নামায কায়েম করেন, তখন তাদের একদল যেন আপনার সঙ্গে দাঁড়ায় এবং তারা যেন

فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ ۪ وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا

ফাইযা-সাজ্বাদূ ফাল্‌ইয়াকূনূ মিওঁ অরা — য়িকুম্ অল্‌তা''তি ত্বোয়া — য়িফাতুন্ উখ্‌রা-লাম্ ইয়ুছোল্লূ

সশস্ত্র থাকে, অতঃপর সিজদা শেষে তারা যেন পিছনে সরে যায়, আর অন্য দল যারা নামাযে শরীক হয় নি

শানেনুযূল ঃ আয়াত- ১০১ ঃ ওহুদের যুদ্ধের পর রাসূল (ছঃ) ছাহাবীদের নিয়ে কাফেরদের পিছনে ধাওয়া করার জন্য হামরাউল আসাদ এ উপস্থিত হন শত্রুরা ভয়ে পলায়ন করে। এখানে সেই ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

আয়াত -১০২ ঃ অর্থাৎ আপনি যদি তাদেরকে জামাআতে নামায পড়াতে চান, আর তখন যদি এ আশংকা হয় যে, সকলে একত্রে জামাতে নামায আদায় করলে কোন শত্রু সুযোগ পেয়ে হয়ত আক্রমণ করে বসতে পারে। তখন এই প্রক্রিয়ায় নামায পড় একদল, একদল করে।

فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

ফাল্‌ইয়ুছোয়াল্লু মা'আকা অল্‌ইয়া''খুযূ হিয্‌রাহুম্ অআস্‌লিহাতাহুম্ অদ্দাল্লাযীনা কাফারূ

তারা আপনার সঙ্গে নামাযে শরীক হবে, তারাও যেন সতর্ক এবং সশস্ত্র থাকে, কাফেররা চায় যে,

لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ۚ

লাও তাগ্‌ফুলূনা 'আন্ আস্‌লিহাতিকুম্ অআম্‌তি'আতিকুম্ ফাইয়ামীলূনা 'আলাইকুম্ মাইলাতাওঁ ওয়া-হিদাহ্;

তোমরা স্ব-স্ব অস্ত্র-শস্ত্র ও দ্রব্যাদি হতে অসতর্ক হয়ে গেলে একযোগে তোমাদের উপর আক্রমণ করে বসবে;

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا

অলা-জুনা-হা 'আলাইকুম্ ইন্ কা-না বিকুম্ আযাম্ মিম্ মাত্বোয়ারিন্ আও কুন্‌তুম্ মার্‌দ্বোয়া ~ আন্ তাদ্বোয়া'উ ~

যদি বৃষ্টির কারণে কষ্ট পাও অথবা রুগী হও, তবে অস্ত্র রেখে দিলে কোন দোষ

أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا *

আস্‌লিহাতাকুম্ অখুযূ হিয্‌রাকুম্; ইন্নাল্লা-হা আ'আদ্দা লিল্‌কা-ফিরীনা 'আযা-বাম্ মুহীনা- ।

নেই; কিন্তু সতর্ক থাকবে; আল্লাহ কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

(১০৩) فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ

১০৩। ফাইযা-ক্বাদ্বোয়াইতুমুছ্ ছলা-তা ফায্‌কুরুল্লা-হা ক্বিয়া-মাওঁ অকু'উদাওঁ অ'আলা-জুনূবিকুম্

(১০৩) নামায শেষ হওয়ার পর তোমরা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে; যখন

فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا

ফাইযাত্ব্‌মা-নান্‌তুম্ ফাআক্বীমুছ্ ছলা-তা ইন্নাছ্ ছলা-তা কা-নাত্ 'আলাল্ মু''মিনীনা কিতা-বাম্

তোমরা বিপদমুক্ত হবে তখন নামায আদায় করবে; মু'মিনদের উপর নামায নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা

مَوْقُوتًا (১০৪) وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ

মাওকূতা- । ১০৪ । অলা-তাহিনূ ফিব্‌তিগা — য়িল্ ক্বাওম্; ইন্ তাকূনূ তা'লামূনা ফাইন্নাহুম্

ফরয। (১০৪) শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনে তোমরা সাহস হারাবে না তোমরা ব্যথা পেলে তারাও তো তোমাদের মত

يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

ইয়া'লামূনা কামা-তা'লামূনা অতারজূনা মিনাল্লা-হি মা-লা-ইয়ারজূন্; অকা-নাল্লা-হু 'আলীমান্

ব্যথা পায়; আল্লাহর কাছে তোমরা যা চাও তারা চায় না; আল্লাহ জ্ঞানী,

আয়াত-১০৩ ঃ আলোচ্য আয়াত ভয়ঙ্কর অবস্থায় নামাযের মধ্যে বিভিন্ন আচরণ ও গতিবিধির অনুমতি ও তখনকার পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নামায যথাযথ ও সঠিকভাবে পড়তে হবে, তার বর্ণনাপূর্বক আল্লাহপাক এরশাদ করেন, অতঃপর যখন তোমরা এ নামায সম্পন্ন কর তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করতে থাক দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায়ও। অতঃপর যখন তোমরা নিশ্চিত হও, তখন যথানিয়মে নামায পড়তে থাক। নিশ্চয়ই নামায মুসলমানদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফরয করা হয়েছে। অর্থাৎ সময়ের মধ্যে কেবল নামাযই সীমাবদ্ধ। যিকির প্রত্যেক অবস্থায়ই চলতে পারে। আয়াত-১০৪ ঃ অত্র আয়াতে কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবনে মুসলমানরা যেন সাহস না হারায় তার ইঙ্গীত প্রদানপূর্বক আল্লাহপাক এরশাদ করেন, কাফেরদের পশ্চাপদ্ধাবনে সাহস হারা হয়ো না। তোমরা যদি কষ্টপাও, তবে তারাও তোমাদের

১৫ ع ১২ রুকু

حَكِيمًا ﴿١٠٥﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا

হাকীমা- । ১০৫ । ইন্না ~ আন্যাল্না ~ ইলাইকাল্ কিতা-বা বিল্হাক্ব্ক্বি লিতাহ্কুমা বাইনান্না-সি বিমা ~

বিজ্ঞ। (১০৫) নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে সত্য কিতাব নাযিল করেছি, যেন আপনি আল্লাহর শিখানো ওহী দ্বারা

أَرٰىكَ اللّٰهُ ۚ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ﴿١٠٦﴾ وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ

আরা-কাল্লা-হু; অলা-তাকুল্ লিল্খা —য়িনীনা খাছীমা- । ১০৬ । অস্তাগ্ফিরিল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা কা-না

মানুষের মাঝে ফয়সালা করতে পারেন; আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে তর্ক করবেন না। (১০৬) আল্লাহর নিকট ক্ষমা

غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٠٧﴾ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا

গাফূরার্ রাহীমা- । ১০৭ । অলা-তুজা-দিল্ 'আনিল্লাযীনা ইয়াখ্তা-নূনা আন্ফুসাহুম্; ইন্নাল্লা-হা লা-

চান, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (১০৭) যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে তাদের সঙ্গে তর্ক করবেন না; নিশ্চয়ই আল্লাহ

يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيْمًا ﴿١٠٨﴾ يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ

ইয়ুহিব্বু মান্ কা-না খাওয়্যা-নান্ আছীমা- । ১০৮ । ইয়াস্তাখ্ফূনা মিনান্না-সি অলা-ইয়াস্তাখ্ফূনা

ভালবাসেন না বিশ্বাস ভঙ্গকারীকে, পাপিষ্ঠকে। (১০৮) তারা মানুষের কাছে লজ্জা করে, আল্লাহর কাছে লজ্জা করে না,

مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا

মিনাল্লা-হি অহুঅ মা'আহুম্ ইয্ ইয়ুবাইয়্যিতূনা মা- লা- ইয়ার্দ্বোয়া মিনাল্ ক্বাওল্; অকা-নাল্লা-হু বিমা-

অথচ তিনি তাদের সঙ্গে আছেন, যখন তারা রাতে এমন বিষয় পরামর্শ করে যা আল্লাহর অপছন্দ, আল্লাহ

يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ﴿١٠٩﴾ هٰٓأَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۟ فَ

ইয়া'মালূনা মুহীত্বোয়া- । ১০৯ । হা ~ আন্তুম্ হা ~ উলা — য়ি জ্বা-দাল্তুম্ 'আন্হুম্ ফিল্ হাইয়া-তিদ্দুন্ইয়া-

তাদের কর্মকাণ্ড ঘিরে রাখেন। (১০৯) হাঁ তোমরা না হয় ইহজীবনে তাদের পক্ষে তর্ক করলে, কিন্তু

فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿١١٠﴾ وَ

ফামাই ইয়ুজ্বা-দিলুল্লা-হা 'আন্হুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি আম্ মাই ইয়াকূনু 'আলাইহিম্ অকীলা- । ১১০ । অ

পরকালে আল্লাহর সামনে তাদের পক্ষে কে তর্ক করবে? বা কেইবা হবে তাদের উকিল? (১১০) যে ব্যক্তি

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا *

মাই ইয়া'মাল্ সূ — য়ান্ আও ইয়াজ্লিম্ নাফ্সাহূ ছুম্মা ইয়াস্তাগ্ফিরিল্লা-হা ইয়াজ্বিদিল্লা-হা গাফূরার্ রাহীমা- ।

অন্যায় করে বা নিজের প্রতি জুলুম করে পরে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, দয়ালূ পাবে।

মত কষ্ট পাচ্ছে। অথচ আল্লাহর নিকট তোমাদের সওয়াবের আশা আছে আর তাদের সে আশাও নেই। আল্লাহ সব কিছু জানেন, বিচার বিবেচনা রাখেন। অতএব তাঁর নির্দেশ পালনকে নিজেদের পরম ও চরম সৌভাগ্য মনে করো।

শানেনুযূল ৪ আয়াত- ১০৫ ৪ হযরত রেফায়ার (রাঃ)-এর কিছু মাল বশীর নামক দুর্বল মু'মিন চুরি করে জনৈক ইহুদীর নিকট জমা রাখে। পরে ধরা পড়লে সে মক্কায় কাফিরদের কাছে আশ্রয় নেয়। এই প্রসংগে উক্ত আয়াত নাযিল হয়।

আয়াত-১০৬ঃ একবার জনৈক মুসলমান রাতেরবেলা অন্য এক মুসলমানের ঘরে ঢুকে এক বস্তা আটা ও কিছু অস্ত্র-শস্ত্র চুরি করল। বস্তার মধ্যে ছিদ্র ছিল। পথিমধ্যে আটা পড়ে গিয়েছিল। চোর ঐ চুরির মাল নিজের ঘরে না রেখে এক ইহুদীর বাড়ীতে রাখল। মালিক সন্ধান করে ইহুদীর

﴿١١١﴾ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١٢﴾ وَ

১১১। অমাই ইয়াক্‌সিব্ ইছ্‌মান্ ফাইন্নামা-ইয়াক্‌সিবুহূ 'আলা-নাফ্‌সিহী অকা-নাল্লা-হু 'আলীমান্ হাকীমা-। ১১২। অ

(১১১) আর যে পাপ করে সে নিজেরই ক্ষতি করে, আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় (১১২) আর

مَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا

মাই ইয়াক্‌সিব্ খাত্বী — য়াতান্ আও ইছ্‌মান্ ছুম্মা ইয়ার্‌মি বিহী বারী — য়ান্ ফাক্বাদিহ্ তামালা বুহ্‌তা-নাওঁ অ-ইছ্‌মাম্

কোন পাপ করে কোন নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করলে মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপ সে নিজের উপরেই ১৬

مُّبِينًا ﴿١١٣﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ ع ৮ ১৩

মুবীনা-। ১১৩। অলাওলা-ফাদ্‌লুল্লা-হি 'আলাইকা অরাহ্‌মাতুহূ লাহাম্মাত্ ত্বোয়া — য়িফাতুম্ মিনহুম্ আঁই ইয়ুদ্বিল্লূক; রুকু

চাপাল। (১১৩) আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হলে, একদল আপনাকে বিভ্রান্ত করতে চাইত; তারা

وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ

অমা-ইয়ুদ্বিল্লূ্না ইল্লা ~ 'আনফুসাহুম্ অমা-ইয়াদুর্‌রূনাকা মিন্ শাইয়িন্ অআন্‌যালাল্লা-হু 'আলাইকাল্ কিতা-বা

নিজেদের ছাড়া কাকেও ভ্রান্ত করতে পারবে না; তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ আপনার প্রতি কিতাব

وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٤﴾ لَا

অল্‌হিকমাতা অ'আল্লামাকা মা-লাম্ তাকুন্ তা'লাম্; অকা-না ফাদ্ব্‌লুল্লা-হি 'আলাইকা 'আজীমা-। ১১৪। লা- • তিন চতুর্থাংশ

ও হিকমত নাযিল করেছেন; তিনি আপনাকে জানিয়েছেন অজানাকে, আপনার প্রতি আল্লাহর মহানুগ্রহ আছে। (১১৪) তাদের

خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ

খাইরা ফী কাছীরিম মিন্ নাজ্‌ওয়া-হুম্ ইল্লা-মান্ আমারা বিছদাক্বাতিন্ আও মা'রূফিন্ আও ইছ্‌লা-হিম্

বহু গুপ্ত পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে যে দান খয়রাত করতে বা সৎকাজ বা মানুষের মধ্যে সন্ধি

بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا

বাইনান্না-স্; অমাই ইয়াফ্'আল্ যা-লিকাব্ তিগা — য়া মার্‌দ্বোয়া-তিল্লা-হি ফাসাওফা নু''তীহি আজ্‌রান্

স্থাপনের উৎসাহ দেয় তাতে কল্যাণ রয়েছে, যে আল্লাহর রাজির জন্য এরূপ করে তাকে শীঘ্রই মহাপুরস্কার

عَظِيمًا ﴿١١٥﴾ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ

'আজীমা-। ১১৫। অমাইঁ ইয়ুশা-ক্বিক্বির্ রাসূলা মিম্ বা'দি মা-তাবাইয়্যানা লাহুল্ হুদা- অইয়াত্তাবি' গাইরা

দেব। (১১৫) প্রকাশ্য হিদায়েত আসার পরও যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধী হয় এবং মু'মিনদের পথের বিপরীত পথ গ্রহণ করে,

বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞেস করল। উক্ত ইহুদী মালের কথা স্বীকার করল এবং বলল যে, অমুক মুসলমান আমার বাড়িতে এই মাল রেখে গিয়েছে। ইত্যবসরে চোরের গোত্রের লোকেরা ষড়যন্ত্র করে উক্ত ইহুদীকে চোর সাব্যস্ত করে নবী করীম (ছঃ) এর নিকট মিথ্যা সাক্ষ্য পেশ করল। নবী করীম (ছঃ) ইহুদীর উপর চুরির শাস্তি প্রয়োগ এবং হস্ত কর্তন করার সিদ্ধান্ত নিলে একটি পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়। এতে উক্ত মুসলমানটি চোর সাব্যস্ত হয় এবং ইহুদী দোষমুক্ত হয়। (মাঃ কোঃ)

আয়াত-১১৩ঃ অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর জ্ঞান আল্লাহ পাকের জ্ঞানের ন্যায় সর্বব্যাপী ছিল না; যেমন কতক মূর্খ বলে থাকে। তবে এ কথা সত্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) যেই জ্ঞান লাভ করেছেন তা সমগ্র সৃষ্টি জীবের জ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশি। (মাঃ কোঃ)

১৭ ع ১৪ রুকু

سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٦﴾ إِنَّ اللَّهَ

সাবীলিল্ মু'মিনীনা নুঅল্লিহী মা- তাঅল্লা-অনুছ্লিহী জ্বাহান্নাম্; অসা — য়াত্ মাছীরা-। ১১৬। ইন্নাল্লা-হা

সে যেদিকে ফিরে আমি সেদিকেই তাকে ফেরাব; তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব; আর কতই না নিকৃষ্ট আবাস। (১১৬) নিশ্চয়ই

لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ

লা-ইয়াগ্ফিরু আইঁ ইয়ুশ্রাকা বিহী অইয়াগ্ফিরু মা-দূনা যা-লিকা লিমাইঁ ইয়াশা — উ; অমাইঁ ইয়ুশ্রিক্

আল্লাহ্ শরীক করার অপরাধ মাফ করবেন না, এছাড়া বাকী সব অপরাধ যাকে ইচ্ছা মাফ করেন;

بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٧﴾ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا ۚ وَإِنْ

বিল্লা-হি ফাক্বাদ্ দ্বোয়াল্লাদ্বোয়ালা-লাম্ বা'ঈদা-। ১১৭। ইঁ ইয়াদ্'উনা মিন্ দূনিহী~ ইল্লা ~ ইনা-ছান্ অইঁ

আল্লাহর সঙ্গে শরীককারী ভীষণ ভ্রষ্ট। (১১৭) এরা আল্লাহ ছাড়া শুধু নারী (মূর্তি) পূজা করে, আর

ওয়াক্‌ফে গোফরান

يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿١١٨﴾ لَعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ

ইয়াদ্'উনা ইল্লা-শাইত্বোয়া-নাম্ মারীদা-। ১১৮। লা'আনাহুল্লা-হ্। অ ক্বা-লা লাআত্তাখিযান্না মিন্'ইবা-দিকা

তারা পূজা করে অবাধ্য শয়তানের ১। (১১৮) তাকে আল্লাহর লা'নত। আর সে বলে, তোমার বান্দাহ্দের এক

نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿١١٩﴾ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ

নাছীবাম্ মাফ্রূদ্বোয়া-।১১৯। অলাউদ্বিল্লান্নাহুম্ অলাউমান্নিয়্যান্নাহুম্ অলাআ-মুরান্নাহুম্ ফালাইয়ুবাত্তিকুন্না আ-যা-নাল্ আন্'আ-মি

নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী করব। (১১৯) আর আমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করবই; বৃথা আশ্বাস দেবই, নির্দেশ দেবই,

وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ

অলা আ-মুরান্নাহুম্ ফালাইয়ুগাইয়্যিরুন্না খাল্ক্বাল্লা-হ্; অমাইঁ ইয়াত্তাখিযিশ্ শাইত্বোয়া-না অলিয়্যাম্ মিন্ দূনিল্লা-হি

যেন তারা পশুর কান কাটে, নির্দেশ দেব যেন আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করে, আল্লাহ ছাড়া শয়তানকে বন্ধু বানায়। সে স্পষ্ট

فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿١٢٠﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

ফাক্বাদ্ খাসিরা খুস্রা-নাম্ মুবীনা- ।১২০। ইয়া'ইদুহুম্ অইয়ুমান্নীহিম্; অমা -ইয়া'ইদুহুমুশ্ শাইত্বোয়া-নু ইল্লা-গুরূরা-।

ক্ষতিতে নিমজ্জিত। (১২০) সে তাদের ওয়াদা দেয়, বৃথা আশ্বাস দেয়, শয়তানের দেয়া প্রতিশ্রুতি নিশ্চয়ই ধোঁকা।

﴿١٢١﴾ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢٢﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا

১২১। উলা — য়িকা মা'ওয়া-হুম্ জ্বাহান্নামু অলা-ইয়াজ্বিদূনা 'আনহা-মাহীছোয়া-। ১২২। অল্লাযীনা আ-মানূ

(১২১) তাদের বাসস্থান জাহান্নামে, তা থেকে নিষ্কৃতির কোন পথ তারা আদৌ পাবে না।(১২২) আর যারা মু'মিন

শানেনুযূলঃ আয়াত-১১৭ঃ অত্র আয়াতটি মক্কায় মুশরিকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তারা আলাদা আলাদাভাবে নারী রূপী কতিপয় প্রতিমা বানিয়ে রেখেছিল এবং এদের নামও নারীর ন্যায়-লাত, মানাত, ওজ্জা ইত্যাদি রেখেছিল এবং তারা এদেরকেই সেজদা করত এবং এদেরই উপাসনা করত। আয়াত-১১৯ঃ আল্লাহর সৃষ্ট রূপ-রেখাকে পরিবর্তন করা দু প্রকারের হতে পারে– "খালক" শব্দের অর্থ যখন দ্বীন হবে তখন এর অর্থ হবে দ্বীনে বিবর্তন করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

টীকা ঃ (১) অর্থাৎ নিজের প্রবৃত্তির লাগাম শয়তানের হাতে সমর্পণ এবং শয়তান যেদিকে পরিচালনা করে সেদিকে চালিত হওয়াই এখানে পূজা।

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ

অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি সানুদ্খিলুহুম্ জান্না-তিন্ তাজ্‌্রী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু খা-লিদীনা ফীহা ~

ও সৎকর্মশীল, অচিরেই আমি তাদের এমন জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত থাকবে নহরসমূহ, যেখানে

اَبَدًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ﴿١٢٣﴾ لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ

আবাদা-; অ'দাল্লা-হি হাক্কা-; অমান্ আছ্দাকু মিনাল্লা-হি ক্বীলা- ।১২৩। লাইসা বিআমানিয়্যিকুম্ অলা ~

তারা চিরদিন অবস্থান করবে;আল্লাহর ওয়াদা সত্য ; আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে? (১২৩) কোন কাজ না তাদের

اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ؕ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

আমানিয়্যি আহ্লিল্ কিতা-ব্;মাইঁ ইয়া'মাল্ সূ —যাইঁ ইয়ুজ্‌্যা বিহী অলা-ইয়াজ্বিদ্ লাহূ মিন্ দূনিল্লা-হি

ইচ্ছায় হবে আর না কিতাবীদের। কেউ অসৎ কাজ করলে তার শাস্তি সে পাবে। সে তো আল্লাহ ছাড়া কোন

وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٢٤﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ

অলিয়্যাওঁ অলা-নাছীরা- ।১২৪। অমাইঁ ইয়া'মাল্ মিনাছ্ ছোয়া-লিহা-তি মিন্ যাকারিন্ আও উন্ছা-অহুঅ

অভিভাবক ও সহায়ক পাবে না। (১২৪) যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে, হোক সে পুরুষ বা নারী

مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿١٢٥﴾ وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا

মু'মিনুন্ ফাউলা — য়িকা ইয়াদ্খুলূনাল্ জান্নাতা অলা-ইয়ুজ্‌্লামূনা নাক্বীরা- ।১২৫। অমান্ আহ্সানু দীনাম্

মু'মিন হলে তারা জান্নাতে যাবে, তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না। (১২৫) তার অপেক্ষা ধার্মিক কে,

مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ

মিম্মান্ আস্লামা অজ্‌্হাহূ লিল্লা-হি অহুঅ মুহ্সিনুওঁ অত্তাবা'আ মিল্লাতা ইব্রা-হীমা হানিফা-; অত্তাখাযাল্লা-হু

যে নিষ্ঠাবান হয়ে আল্লাহর নিকট সমর্পিত এবং নিষ্ঠার সাথে ইব্রাহীমের দ্বীনের অনুসারী; আল্লাহ

اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿١٢٦﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ

ইব্রাহীমা খালীলা- । ১২৬। অলিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আর্দ্ব; অকা-নাল্লা-হু বিকুল্লি

ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। (১২৬) আসমান যমীনের সব কিছুই আল্লাহর জন্য; আর আল্লাহ সবকিছুই বেষ্টন ১৮

شَيْءٍ مُّحِيْطًا ﴿١٢٧﴾ وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا ع ١١ ١٥

শাইয়িম মুহীত্বোয়া- । ১২৭। অ ইয়াস্তাফ্তূনাকা ফিন্নিসা —ই; ক্বুলিল্লা-হু ইয়ুফ্তীকুম্ ফীহিন্না অমা- রুকু

করে আছেন। (১২৭) আর তারা মহিলাদের ব্যাপারে জানতে চায়, আপনি বলুন, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে জানাচ্ছেন যে,

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১২৩ঃ কতিপয় ইহুদী ও খৃষ্টান এবং মুসলমান এক জায়গায় সমবেত ছিল। ইহুদীরা বলল, আমরা নবীর সন্তান। জান্নাতে আমরা প্রবেশ করব। খৃষ্টানেরা বলল, আমরাই জান্নাতের অধিকারী, যেহেতু আল্লাহর জাত-পুত্র হযরত ঈসা (আঃ) আমাদের পাপ মোচনের জন্য তিনি ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছেন। ফলে আমরা নিষ্পাপ হয়ে গিয়েছি। (মূলতঃ তাদের এই ধারণা ছিল অলীক, সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন)। মুসলমানেরা বলল, নবীকুল সরদার আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (ছঃ)-এরই উম্মত আমরা, তাই জান্নাতের হকদার আমরা। অতঃপর এরূপ দম্ভ-গর্ব হতে বিরত থাকার জন্য আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয় এবং বলা হয়, জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামত অথবা জাহান্নামের শাস্তি সবই ব্যক্তির কর্মফলের উপর নির্ভর করে যদি সে নবীর ছেলেও হয়। শানেনুযূল ঃ আয়াত-১২৪ ঃ এই আয়াতে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীর পরকালীন পুরস্কার প্রাপ্তির সুসংবাদ

يتلى عليكم في الكتب في يتمى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب

ইয়ুত্লা-'আলাইকুম্ ফিল্ কিতা-বি ফী ইয়াতা-মান্নিসা — য়িল লা-তী লা-তু''তূনাহুন্না মা-কুতিবা

সেই আয়াতসমূহ যা কিতাবে পঠিত তা ঐসব এতিম নারী সম্বন্ধে যাদের পাওনা তোমরা দিচ্ছ না অথচ

لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان

লাহুন্না অতার্গাবূনা আন্ তান্কিহূহুন্না অল্মুস্তাদ্ব্'আফীনা মিনাল্ ওয়িল্দা-নি অ 'আন্

তোমরা তাদের বিয়ে করতে চাও, আর অসহায় শিশুদের ও এতীমদের ব্যাপারে ইনসাফের

تقوموا لليتمى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما ﴿١٢٨﴾ و

তাকূমূ লিল্ইয়াতা-মা- বিল্ক্বিস্ত্ব্; অমা-তাফ্'আলূ মিন্ খাইরিন্ ফাইন্নাল্লা-হা 'কা-না বিহী 'আলীমা-।১২৮। অ

সাথে কার্য সম্পাদন করবে, আর তোমাদের যে কোন কল্যাণ কাজ সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত। (১২৮) আর

ان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان

ইনিম্রায়াতুন্ খা-ফাত্ মিম্ বা'লিহা- নুশূযান্ আও'ইরা-দ্বোয়ান্ ফালা-জু্না-হা 'আলাইহিমা ~ আইঁ

যদি কোন স্ত্রী স্বামীর দুর্ব্যবহার বা অবহেলার ভয় করে, তবে উভয়ের মাঝে মীমাংসা করা দোষণীয় নয়,

يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح وان

ইয়ুছ্লিহা - বাইনাহুমা-ছুল্হা-; অছ্ছুল্হু খাইর্; অ উহ্দ্বিরাতিল্ আন্ফুসুশ্ শুহ্হা; অইন্

মীমাংসাই সর্বোত্তম পন্থা আর মানুষ তো লালসার প্রতি আসক্ত; যদি ভাল কর

تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ﴿١٢٩﴾ ولن تستطيعوا ان

তুহ্সিনূ অতাত্তাকূ ফাইন্নাল্লা-হা কা-না বিমা- তা'মালূনা খাবীরা-।১২৯। অলান্ তাস্তাত্বী'উ' ~ আন্

আর মুত্তাকী হও, তবে তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন। (১২৯) স্ত্রীদের ব্যাপারে সমান ব্যবহার করতে

تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان

তা'দিলূ বাইনান্নিসা — য়ি অলাও হারাছ্তুম্ ফালা-তামীলূ কুল্লাল্ মাইলি ফাতাযারূহা- কাল্ মু'আল্লাক্বাহ্; অইন্

যতই তোমরা চাও, পারবে না; তবে সম্পূর্ণভাবে এক দিকে জুকবে না আর অন্য কে ঝুলিয়ে রাখবে না, যদি আপোষ

تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما ﴿١٣٠﴾ وان يتفرقا يغن الله كلا من

তুছ্লিহূ অতাত্তাকূ ফাইন্নাল্লা-হা কা-না গাফূরার রাহীমা-। ১৩০। অইঁইয়াতাফার্রাক্বা-ইয়ুগ্নিল্লা-হু কুল্লাম্ মিন্

কর ও মুত্তাকী হও, তবে আল্লাহ্ ক্ষশাশীল ,দয়ালু। (১৩০) উভয়ে পৃথক হলে আল্লাহ প্রত্যেককে অভাবমক্ত

ঘোষিত হয়েছে। যে সকল অজ্ঞ অদূরদর্শী বিদ্বেষ-পরায়ণ খৃষ্টান ও পৌত্তলিক লেখক "ইসলামে নারীর আত্মা মর্যাদা নেই" বলে অসাধারণ অজ্ঞতা প্রকাশ করেছে, আমরা তাদেরকে পবিত্র কোরআন পড়ে দেখার জন্য অনুরোধ করছি এবং সাথে সাথে একথাও মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছি, যে পবিত্র ইসলাম নারী-জাতির স্বাধীনতা, অধিকার, গৌরব ও মর্যাদার যে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করেছে, জগতের অন্য কোন ধর্মেই তার তুলনা নেই।
আয়াত-১২৮ঃ কোন স্ত্রী স্বামীর তরফ থেকে উপেক্ষার আশংকায় শর্ত সাপেক্ষে তার অধিকার হতে কিছু ছেড়ে দিয়ে স্বামীকে খুশি করার চেষ্টা করতে পারে। এটা সম্পূর্ণ জায়েয। (মাঃ কোঃ, মুঃ কোঃ) আয়াত-১২৯ঃ অপরকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখার অর্থ হল, যে স্ত্রীর প্রতি মনের আকর্ষণ কম থাকে তার দাবীও পূর্ণ করে দেয়া হয় না এবং পরিত্যাগও করা হয় না। (মাঃ কোঃ)

سَعَتِهٖ ط وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ﴿١٣١﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط

সা-'আতিহ্; অকা-নাল্লা-হু অ-সি'আন্ হাকীমা-। ১৩১। অলিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আরদ্ব;
করবেন স্বীয় প্রাচুর্যে, আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময় (১৩১) আসমান ও যমীনের সবকিছুই আল্লাহ্‌র,

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ط وَ

অলাক্বাদ্ অছ্‌ছোয়াইনাল্লাযীনা উতুল্ কিতা-বা মিন্ ক্বাব্‌লিকুম্ অইয়্যা-কুম্ আনিত্তাক্বু ল্লা-হ্; অ
আমি তোমাদের পূর্বের কিতাবীদেরকে ও তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি যে, আল্লাহ্‌কে ভয় কর; আর

اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا

ইন্ তাক্‌ফুরূ ফাইন্না লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি-অমা- ফিল্ আরদ্ব; অকা-নাল্লা-হু গানিয়্যান্
যদি কুফ্‌রী কর, তবে আসমান ও যমীনের সব কিছু আল্লাহ্‌রই করায়াত্তে, আর আল্লাহ অভাবহীন,

حَمِيْدًا ﴿١٣٢﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٣٣﴾ اِنْ

হামীদা-। ১৩২। অলিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আরদ্ব; অকাফা-বিল্লা-হি অকীলা-। ১৩৩। ইঁ
প্রশংসিত। (১৩২) আসমান ও যমীনের সবকিছু আল্লাহ্‌র; সে সবের পরিচালনায় আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। (১৩৩) হে লোক

يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا *

ইয়াশা' ইয়ুয্‌হিব্‌কুম্ আইয়্যুহান্না-সু অইয়া''তি বিআ-খারীন্; অকা-নাল্লা-হু 'আলা-যা-লিকা ক্বাদীরা-।
সকল! তিনি চাইলে তোমাদের অপসারণ করে অন্যকে আনতে পারেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ ক্ষমতাবান

﴿١٣٤﴾ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ط وَكَانَ

১৩৪। মান্ কা-না ইয়ুরীদু ছাওয়া-বাদ্দুন্‌ইয়া-ফা'ইন্‌দাল্লা-হি ছাওয়া বুদ্দুন্‌ইয়া-অল্‌আ-খিরাহ্; অ কা-নাল্
(১৩৪) যে পার্থিব সুবিধা চায় (জানা দরকার) আল্লাহ্‌র কাছে ইহ-পরকালের কল্যাণ রয়েছে। আল্লাহ্ ১৯

اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿١٣٥﴾ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ ع ৮ ১৬

লা-হু সামী'আম্ বাছীরা-। ১৩৫। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ কূনূ ক্বাওয়্যা-মীনা বিল্‌ক্বিস্‌তি শুহাদা — য়া রুকু
সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (১৩৫) হে মু'মিনরা। আল্লাহ্‌র স্বাক্ষীস্বরূপ ন্যায় বিচারে দৃঢ় হও, যদিও তা তোমাদের

لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ج اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا

লিল্লা-হি অলাও 'আলা ~ 'আন্‌ফুসিকুম্ আওয়িল্‌অ-লিদাইনি অল্‌আক্বরাবীনা ইঁ ইয়াকুন্ গানিয়্যান্ আও ফাক্বীরান্,
নিজেদের অথবা মাতা-পিতা ও নিকটবর্তী আত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়; যদি সে ধনী বা গরীব হয়, তবে

আয়াত-১৩১ঃ যদি স্বামী-স্ত্রী খোলা বা তালাক দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে যারই ত্রুটি হোক সে যেন মনে না করে যে, আমাকে ব্যতীত তার কাজ অচল থাকবে। (বঃ কোঃ)

আয়াত-১৩২ঃ 'আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তাআ'লার"। এখানে এই উক্তিটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। প্রথমবার বুঝানো হয়েছে, আল্লাহর স্বচ্ছলতা, অভাবহীনতা ও প্রাচুর্য। দ্বিতীয়বার বুঝানো হয়েছে যে, কারো অবাধ্যতায় আল্লাহর কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। তৃতীয়বার আল্লাহর অপার রহমত ও সহায়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যদি খোদাভীতি ও আনুগত্য কর, তবে তিনি তোমাদের সর্ব কাজে সহায়তা করবেন এবং তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন। (মাঃ কোঃ)

فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا

ফাল্লা-হু আওলা-বিহিমা- ফালা-তাত্তবি'উল্ হাওয়া ~ আন্ তা'দিলূ অইন্ তাল্উ ~ আও তু'রিদ্বূ,
আল্লাহ উভয়ের প্রতিই দয়াবান, সুতরাং ন্যায় বিচারের সময় কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করবে না; আর যদি তোমরা কর

فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٦﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ

ফাইন্নাল্লা-হা কা-না বিমা-তা'মালূনা খাবীরা- ।১৩৬। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ ~ আ-মিনূ বিল্লা-হি অ
বা এড়িয়ে যাও তবে আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মের খবর রাখেন । (১৩৬) হে মু'মিনরা! তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র উপর ,

رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ

রাসূলিহী অল্ কিতাবিল্লাযী নায্যালা 'আলা-রাসূলিহী অল্কিতা-বিল্লাযী ~ আন্যালা মিন্
তাঁর রাসূল ও রাসূলের উপর অবতীর্ণ কিতাব ও তার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের উপর । আর যে ব্যক্তি

قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ

ক্বাবল্; অমাইঁ ইয়াক্ফুর্ বিল্লা-হি অমালা — য়িকাতিহী অকুতুবিহী অ রুসুলিহী অল্ ইয়াওমিল্ আ-খিরি ফাক্বাদ্ দ্বোয়াল্লা
আল্লাহ, ফিরিশ্‌তা. কিতাব, রাসূল ও পরকালকে অস্বীকার করে সে চির ভ্রান্তির মধ্যে

ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿١٣٧﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا

দ্বোয়ালা-লাম্ বা'ঈদা- । ১৩৭। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ ছুম্মা কাফারূ ছুম্মা আ-মানূ ছুম্মা কাফারূ ছুম্মায্ দা-দূ
নিমজ্জিত। (১৩৭) যারা ঈমান আনল, তারপর কুফ্‌রী করল, আবার ঈমান আনল, আবার কুফ্‌রী করল, তারপর

كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ﴿١٣٨﴾ بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ

কুফ্‌রাল্লাম্ ইয়াকুনিল্লা-হু লিইয়াগ্‌ফিরা লাহুম্ অলা-লিইয়াহ্‌দিয়াহুম্ সাবীলা- ।১৩৮। বাশ্‌শিরিল্ মুনা-ফিক্বীনা বিআন্না লাহুম্
কুফ্‌রী বাড়াল, আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন না, সুপথ দেখাবেন না। (১৩৮) সুসংবাদ দিন মুনাফিকদেরকে তাদের জন্য

عَذَابًا اَلِيْمَا ﴿١٣٩﴾ نِ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ

'আযা-বান্ আলীমা- ১৩৯। নিল্লাযীনা ইয়াত্তাখিযূনাল্ কা-ফিরীনা আওলিয়া —য়া মিন্ দূনিল্ মু''মিনীন্;
রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। (১৩৯) যারা কাফেরদেরকে বন্ধু বানায় মুমিনদের বাদ দিয়ে। তারা কি তাদের নিকটে

اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ﴿١٤٠﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى

আইয়াব্‌তাগূনা 'ইন্‌দাহুমুল্ 'ইয্‌যাতা ফাইন্নাল্ 'ইয্‌যাতা লিল্লা-হি জ্বামী'আ-। ১৪০। অক্বাদ্ নায্‌যালা আলাইকুম্ ফিল্
সম্মানিত থাকতে চায়? অথচ সকল সম্মান তো আল্লাহ্‌রই। (১৪০) অথচ আল্লাহ তোমাদের প্রতি নাযিল করছেন যে,

শানেনুযূল- ১৩৬ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামসহ কতিপয় আহলে কিতাবের অনুসারী মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁরা রাসূল (ছঃ) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা আপনার প্রতি ও কোরআনের প্রতি এবং হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ওযাইর (আঃ) এর প্রতি ঈমান এনেছি; এতদ্ব্যতীত অন্য কাউকে মানি না। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়।

শানেনুযূল - ১৪০ঃ মক্কা শরীফে মুসলমানদের প্রতি কাফের মুশরিকদের যে সমাবেশে কোরআনের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হত সে সমাবেশে না যাওয়ার আদেশ ছিল। আর পূর্ব হতে যদি তথায় উপস্থিত থাকে তখন তথা হতে উঠে আসার আদেশ ছিল।

الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ

কিতা-বি আন্ ইযা–সামি'তুম্ আ-ইয়া-তিল্লা-হি ইয়ুক্‌ফারু বিহা -অইয়ুস্‌তাহ্‌যাউবিহা- ফালা-তাক্ব্'উদূ মা'আহুম্

আল্লাহর আয়াতের সঙ্গে কুফ্‌রী ও উপহাস হতে শুনলে যতক্ষণ না তারা অন্য আলোচনায় লিপ্ত হয়; তোমরা

حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ ۖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ

হাত্তা-ইয়াখূদ্বূ ফী হাদীছিন্ গাইরিহী ~ ইন্নাকুম্ ইযাম্ মিছ্‌লুহুম্; ইন্নাল্লা-হা জ্বা-মি'ঊল্

তাদের সাথে বসবে না, নতুবা তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদেরকে অবশ্যই

الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ﴿١٤١﴾ الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ

মুনা-ফিক্বীনা অল্‌কাফিরীনা ফী জ্বাহান্নামা জ্বামী'আ- ।১৪১। নিল্লাযীনা ইয়াতারাব্বাছূনা বিকুম্ ফাইন্ কা-না

জাহান্নামে একত্রিত করবেন। (১৪১) তারা তোমাদের ব্যাপারে প্রতীক্ষা করে; তোমাদের প্রতি কোন বিপদ আসার।

لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ

লাকুম্ ফাত্‌হুম্ মিনাল্লা- হি ক্বা-লূ ~ আলাম্ নাকুম্ মা'আকুম্, অইন্ কা-না লিল্‌কা-ফিরীনা নাছীবুন্

আল্লাহর রহমতে বিজয় হলে বলে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? যদি ভাগ্য ভাল হয় কাফেরদের পক্ষে তখন

قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ

ক্বা-লূ ~ আলাম্ নাস্‌তাহ্‌ওয়িয্ 'আলাইকুম্ অনাম্‌না'কুম্ মিনাল্ মু''মিনীন্; ফাল্লা-হু ইয়াহ্‌কুমু

বলে, আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়তে পারতাম না? মু'মিনদের, থেকে আমরা কি তোমাদেরকে রক্ষা করি নি? ২০

بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ★ ع ৯

বাইনাকুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ্ ; অলাই ইয়াজ্ব্ 'আলাল্লা-হু লিল্‌কা-ফিরীনা 'আলাল্ মু''মিনীনা সাবীলা- । ১৭ রুকু

আল্লাহ পরকালে তোমাদের মাঝে ফয়সালা করবেন; আল্লাহ্, মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোন সুযোগ রাখবেন না।

﴿١٤٢﴾ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ

১৪২। ইন্নাল্ মুনা-ফিক্বীনা ইয়ুখা-দি'ঊনাল্লা-হা অহুঅ খা-দি'উহুম্ অইযা-ক্বা-মূ ~ ইলাছ্ ছলা-তি

(১৪২) মুনাফিকরা প্রতারিত করতে চায় আল্লাহকে, অথচ তিনি তার জবাব দেন;

قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ★

ক্বা-মূ কুসা -লা-, ইয়ুরা —ঊনান্না-সা অলা- ইয়ায্‌কুরূনাল্লা-হা ইল্লা-ক্বালীলা- ।

নামাযে দাঁড়ালে শৈথিল্যতা দেখায়; শুধু লোক দেখানোর জন্য; খুব কমই তারা আল্লাহকে স্মরণ করে।

অতঃপর মদীনায় হিজরতের পর যখন ইহুদী বেদুঈনের পক্ষ হতে সে ঠাট্টা বিদ্রূপ চলতে লাগল, তখন পূর্ব আদেশটি পুনঃ জারী করা হয় এবং বলা হয়, এ আদেশ লঙ্ঘনে তাদেরকেও সেই উপহাসকারীদের মধ্যে পরিগণিত করা হবে। অবশ্য যারা দুর্বল উঠে আসতে সাহস রাখে না তাদেরকে আপনার গণ্য করা হবে, কিন্তু অন্তরে তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে হবে।

আয়াত-১৪১ ৪ এই আয়াতে কপট-বিশ্বাসীদের আর এক অদ্ভুত প্রকৃতির পরিচয় দেয়া হয়েছে; এটি হল; কপটেরা সর্বদাই স্বীয়স্বার্থ উদ্ধারের সুযোগ সন্ধান করে থাকে। যখন মুসলমানদের সাথে অবিশ্বাসী কাফেরদের কোনরূপ সংঘর্ষ হয় তখন তারা নির্লিপ্তভাবে কোন পক্ষ জয়ী হবে তার "প্রতীক্ষা" করে। অনন্তর মুসলমানরা জয়ী হলে বলে যে, আমরা তো তোমাদেরই সাথী ছিলাম; সুতরাং এ জয়ের-গৌরবে আমাদেরও অংশ আছে।

١٤٣ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ

১৪৩। মুযাব্যাবীনা বাইনা যা-লিক;লা ~ ইলা- হা ~ উলা — য়ি অ লা ~ ইলা-হা ~ উলা — য়্; অমাইঁ ইয়ুদ্বলিলিল্লা-হু
(১৪৩) মধ্যস্থলে দোদুল্যমান, না এদিকে আর না ওদিকে; আল্লাহ্ যাকে গোমরাহ করেন আপনি তার জন্য

فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا ١٤٤ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ

ফালান্ তাজ্বিদা লাহূ সাবীলা- । ১৪৪ । ইয়া ~ আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা-তাত্তাখিযুল্ কা-ফিরীনা আওলিয়া — য়া
পথ পাবেন না (১) (১৪৪) ওহে যারা ঈমান এনেছ, কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না মু'মিনদের

مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ★

মিন্ দূনিল্ মু''মিনীন্;আতুরীদূনা আন্ তাজ্ব'আলূ লিল্লা-হি 'আলাইকুম্ সুলত্বোয়া-নাম্ মুবীনা- ।
বাদ দিয়ে, তোমরা কি নিজেদের উপর আল্লাহর সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে চাও?

١٤٥ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ★

১৪৫। ইন্নাল্ মুনা-ফিক্বীনা ফিদ্দার্কিল্ আস্ফালি মিনান না-র্; অলান্ তাজ্বিদা লাহুম্ নাছীরা- ।
(১৪৫) নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে, আপনি তাদের কোন সাহায্যকারী পাবেন না ।

١٤٦ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا۟ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ

১৪৬। ইল্লাল্লাযীনা তা-বূ অআস্লাহূ অ'তাছোয়ামূ বিল্লা-হি অ 'আখ্লাছূ দীনাহুম্ লিল্লা-হি ফাউলা — য়িকা
(১৪৬) অবশ্য যারা তওবা করে, সংশোধন হয়, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধরে, দ্বীনকে আল্লাহর জন্য খাঁটি করে, এরাই

مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١٤٧ مَّا

মা'আল্ মু''মিনীন্; অসাওফা ইয়ু''তিল্লা-হুল্ মু''মিনীনা আজ্ব্রান্ 'আজীমা- ।১৪৭। মা-
মুমিনদের সাথে আছে। আর আল্লাহ্ শীঘ্রই মু'মিনদেরকে মহা-পুরস্কার দেবেন। (১৪৭) আল্লাহর কি কাজ

يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ★

ইয়াফ্'আলুল্লা-হু বি'আযা-বিকুম্ ইন্ শাকার্তুম্ অআ-মান্তুম্ ; অকা-নাল্লা-হু শা-কিরান্ 'আলীমা- ।
তোমাদের শাস্তি দেয়া। যদি তোমরা শোকর কর আর বিশ্বাস কর আল্লাহ্ কৃতজ্ঞদের মূল্যদানকারী, মহাজ্ঞানী।

আবার যখন কাফেররা কোন বিষয়ে লাভবান হয়, তখন তারা বলে যে, আমরা তোমাদের সাহায্যের জন্য মুসলমানদেরকে নানাভাবে প্রতিরোধ এবং ক্ষতিগ্রস্থ করেছি বলে তোমরা এই সুফল লাভে সমর্থ হয়েছে; সুতরাং, তোমাদের লব্ধ বিষয়ে আমরাও আছি। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন, পুনরুত্থান দিবসে তারা এই কপটচারীতার সমুচিত প্রতিফল পাবে এবং ঈমানদারদের উপর কাফেররা কখনই জয়যুক্ত হবে না।

আয়াত-১৪৪ঃ হে ঈমানদাররা! তোমরা না কাফেরদের বন্ধু বানাবে আর না মুনাফিকদের সাথে হাত মিলাবে। কারণ, তারা আল্লাহকে সাথে রাখে না। সুতরাং তাদের সংশ্রব তোমাদেরকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হতে বিস্মৃত করে দিবে এবং পার্থিব কামনার প্রতি আসক্ত করবে। কেননা, এক অন্তরে দুটি ভিন্ন স্তরের জিনিস একই সাথে অবস্থান করতে পারে না। আয়াত-১৪৫ ঃ অর্থাৎ মুনাফিকরা যন্ত্রনাদায়ক আযাব ভোগ করবে। কারণ কাফেররা প্রকাশ্য শত্রু হওয়ার কারণে ইসলামের তেমন কোন ক্ষতি করতে পারে নি, যে ক্ষতি এ মুনাফিকদের দিয়ে হয়েছে। বর্তমানেও এমন ধৃষ্ট ও কুটিল লোক রয়েছেন, যারা কাফের ও মনের দিক দিয়ে বেদ্বীন, কিন্তু বাহ্যতঃ ইসলামের মুখোশ পরিধান করে ইসলামের ক্ষতি করে, শত সহস্র বিদআত পয়দা করে এমনকি দুর্বল ও বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যার দ্বারা কোরআনের মধ্যে বিবর্তন আনার চেষ্টা করে। অতঃপর কোরআনের চিরাচরিত নিয়মানুসারে ভয় প্রদর্শনের পর উৎসাহিত করার জন্য " অবশ্য যারা তওবা করবে" বলে ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। কিন্তু চারটি শর্ত সাপেক্ষ; প্রথম- আন্তরিকতার সাথে তওবা করা। দ্বিতীয়- সৎ চরিত্রের মাধ্যমে ইলম ও আমলের বৈষম্যমূলক দোষ-ত্রুটি সংশোধন করা। তৃতীয়- আল্লাহ বিরোধীদের সাথে সম্পর্ক বর্জন করে কেবলমাত্র আল্লাহর প্রতিই নির্ভরশীল হওয়া। চতুর্থ- স্বীয় আমলে নিষ্ঠাবান হওয়া।